সুখমিলন।

শ্রীমতী প্রমদা দেবী

প্রণীত।

শ্রীশশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা প্রেস, মুখর্জ্জি কোম্পানীর দ্বারা

মুদ্রিত।

৮৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

কলিকাতা।

সন ১২৯০ সাল।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীচরণেষু

আমার এই প্রথম উদ্যম—ভয়ে ভয়ে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি—ইহার এক ছত্র মাত্রও যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে তবে, আমার সমুদয় শ্রম সার্থক মনে করিব এবং উৎসাহিত হইয়া পুনরায় এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হইব। ইতি।

শ্রীমতী প্রমদা দেবী।

সুখ মিলন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ও কে—

বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি তৃপুলি গ্রাম—গ্রামটী অতিশয় বৃহৎ নয় অতি ক্ষুদ্রও নয়; মধ্যে একটী রাজপথ, দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, পথের ধারে মাঝে মাঝে অট্টালিকা, তাহার মধ্যে এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত সৌধ দ্বিতল গৃহ, রাজপথাভিমুখী তোরণ দ্বার অতি বৃহৎ, বাটিটী যেন অন্যান্য বাটীকে তিরস্কার করিয়া বিরাজ করিতেছে। লোক মুখে শুনিলাম সেটী তৃপুলীর জমিদারদিগের বাটী, বৈটকখানাটি দিব্য সাজান, ঘরটীর এক পার্শ্বে এক খানি মেহগ্নী কাষ্ঠের খাট, মাঝে একটী মারবেল পাথরের বড় টেবিল, তার চারি পার্শ্বে সুরঞ্জিত কয়েক খানি কেদারা, অপর পার্শ্বে একটী কাষ্ঠের আল্না ও একটী আল্মারি, পাশের ঘরে ঢালা বিছানা মাঝে মাঝে এক একটী তাকিয়া শোভা পাচ্চে। দেয়ালে নানা প্রকার বাঙ্গালা ও ইংরাজি ছবি, কোন খানিতে শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতলে নিজ মনে বাঁশি বাজাইতেছেন-যে বাঁশি গোপিনীগণের মন হরণ করিয়া ছিল, কোথাও বিরহিণী গণ্ডস্থলে হস্তার্পণ করিয়া মনোবেদনা কিঞ্চিৎ জানাইতেছেন, আবার এক দিকে গ্লাড্ষ্টন তর্কে পার্লিয়ামেণ্ট সভা কাঁপাইতেছেন। দেয়ালের মাঝে মাঝে দেয়ালগিরি, দুই পার্শ্বে দুই খানি বড় আয়না, মস্তকোপরি এক খানি সোনালি রংকরা টানা পাখা, বাটীর চারিদিকে ফুলবাগান, অন্দরে একটী পুষ্করিণী। জমিদার মহাশয়ের নাম মতিলাল মুখোপাধ্যায়—মতিলাল বাবুর রংটী ফিট গৌরবর্ণ, দোহারা,

দোহারাইবা কেন—দিব্য মোটা সোটা ভুড়িটী একটী থিরের তাল বলিলেও চলে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় রূপে যেমন, গুণেও সেইরূপ। গ্রামে একটী বিদ্যালয় ও একটী বাঙ্গালা পাঠশালা তাঁহারই একমাত্র সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছে। এমন লোক ছিল না যাহার মুখে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণ শুনা যাইত না। তিনি যে অতিশয় ধনী ছিলেন বলিয়া ঐরূপ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এরূপ নহে, তাঁহাপেক্ষা অনেক ধনী জমিদার ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অতিশয় প্রতারক ও অত্যাচারী বলিয়া গণ্য হইতেন। মতিলাল বাবু বৈটকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন, নিকটে অনেক ভদ্রলোক বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, কেহ বা এ বৎসর ধান্য অধিক হয় নাই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার নিকট গোমস্তা মহাশয় চট্টোগ্রামের অনেক প্রজা এবার খাজানা দিতে বিলম্ব করিতেছে বলিয়া নালিষ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মতিলাল বাবুর সেরূপ ইচ্ছা নয় জানিয়া বিষণ্ণবদনে ফিরিয়া যাইতেছেন, পার্শ্বে তোষামোদকারী ব্যক্তি জল উঁচু, মন্দির বাঁকা, আপনার বাটীর সম্মুখের পুষ্করিণীর জল এরূপ মিষ্ট যে আমি চিনি ও মিছ্‌রির পানা ত্যাগ করিয়াছি, এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন ভৃত্য সিদু বৈটকখানায় উপস্থিত হইল, মতিলাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন " কিরে সিদু " সিদু উত্তর করিল " আজ্ঞে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলচেন যে তিনি একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, অনুমতি করেন ত তাঁকে লইয়া আসি " মতিলাল বাবু তৎক্ষণাৎ আনিতে আজ্ঞা করিলেন। সিদু আজ্ঞা পাইয়া চলিয়া গেল, ক্ষণকাল পরে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগমন করিল। ব্রাহ্মণটী দোহারা হাত পায় গঠন মন্দ নয় রংটিও ফরসা,মুখখানি সুন্দর, দুঃখের বিষয় কপালে তিন চারিটী রেখা পড়িয়াছে ও একটীও দন্ত নাই, কেশগুলি এরূপ পক্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে পাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখিলে বোধ

হয় বিশ্বামিত্র মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গায়ের মাংস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, বয়স আন্দাজ ৭৫ বৎসরের কম হইবেক নাই। মতিলাল বাবু দেখিবামাত্র বলিলেন " আসতে আজ্ঞা হয় মহাশয় বসুন " ব্রাহ্মণ উপবেশন করিলেন; বাবু সিদুকে তামাক দিতে বলিলেন—সিদু তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে তামাক আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল; ব্রাহ্মণ তামাক খাইতে লাগিলেন। মতিলাল বাবু ইত্যবসরে ব্রাহ্মণের ভাব ভঙ্গি সমুদয় দেখিয়া লইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন বোধ হয় ব্রাহ্মণের কন্যাভার উপস্থিত, কিন্তু আবার ভাবিলেন সেরূপ কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না বোধ হয় অন্য কোন প্রয়োজনে আসিয়া থাকিবেন; ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন " আপনার নাম কি মহাশয়! " ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন " আমার নাম শ্রীরমানাথ ঘোষাল কিন্তু আমি ঘটকালি করি বলিয়া আমাকে সকলে রমানাথ ঘটক বলিয়া থাকে। " মতিলাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, " আপনার বাটী কোথায়, " ঘটক উত্তর করিল, " ভবগ্রাম, " মতিলাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন " মহাশয়ের কি অভিপ্রায়ে এখানে আসা হইয়াছে। " ঘটক উত্তর করিল " শুনেছি আপনার একটী কন্যা আছে, তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; একটি উত্তম পাত্র আছে—ছেলেটীর পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আরও বেশ দশ টাকার সমাবেশ আছে।

মতিলাল। ছেলের পিতার নাম কি?

ঘটক। ছেলের পিতার নাম! এই বলিয়া ঘটক মহাশয় মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলেন।

মতিলাল বাবু ঘটকের রকম সকম দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু মুচকি হাসিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সম্বরণ করিয়া বলিলেন, আপনি নামটি ভুলিয়া গিয়াছেন নাকি?

ঘটক। আজ্ঞে নামটি এই মনে করে আসছিলাম, কিন্তু এক্ষণে

আর মনে পড়িতেছে না, আর আমারই বা অপরাধ কি বলুন, বয়স প্রায় কুড়ি গণ্ডার কাছাকাছি হইল।

মতি। বাটী কোথায়?

ঘটক। আজ্ঞে—অম্বিকাকাল্‌না।

মতি। অম্বিকাকালনার কাদের বাটীর?

ঘটক। বাঁড়ুয্যে মহাশয়দের বাটীর। এই কথা বলিয়া অন্যমনে আর কি ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন "মনে পড়িয়াছে।"

মতি। কি মহাশয় নাম মনে পড়িল?

ঘটক। আজ্ঞে হাঁ—ছেলের পিতার নাম——

মতি। কি বলুন দেখি, আর ছেলেটীর নামই বা কি?

ঘটক। ছেলের পিতার নাম শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় আর ছেলেটীর নাম ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবু। ছেলেটী কিছু পাস করেছে কি?

ঘটক। ছেলেটী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশ টাকা বৃত্তি পাচ্চে। আর এই পৌষ মাসে এল এ পাস দিবে।

বাবু। ছেলেটী কোথায় পড়ে?

ঘটক। কলিকাতার হিন্দু হষ্টেলে থাকে, আর প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়ে।

বাবু। ঘটক মহাশয় আপনি যেমন বল্‌লেন তেমন যদি হয়, আর খাওয়া পরার দুঃখ না থাকে, তাহা হইলে আমার কোন আপত্য নাই, কিন্তু আমার এখন বিবাহ দিতে ইচ্ছা নাই কারণ মেয়েটী ছোট।

ঘটক। আপনার কন্যাটীর বয়স কত?

বাবু। এগার বৎসর।

পাঠক মহাশয় আজ কাল আর কুল লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অধিক নাড়া চাড়া নাই, এখন কেবল কুল দেখিয়া একটী পশুর হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। অর্থ থাকিলেও হয় নাই,

পাত্রটি কিরূপ লেখা পড়া করিতেছেন তাহা অগ্রে দেখিতে হয়। যদিও কখন কখন অর্থবলে অনেক বড়লোকের বাটীর গর্দ্দভ এখনও উত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু সেটী নিতান্ত অর্থলোভী পিশাচ পিতার দোষেই বলিতে হইবে; এখন পঞ্চম বর্ষীয়া দুগ্ধপোষ্য কন্যাকে দশম বর্ষীয় বালকের হস্তে সমর্পণ করা প্রথা নাই, মতিলাল বাবুর কন্যার বয়ঃক্রম ১১ বৎসর তথাপি তিনি কন্যাটীকে ছোট বলিয়া বিবাহ প্রস্তাবে ইতঃস্তত করিতেছেন। লোকের মত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমার এখন ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহার ওরূপ কথা উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে।

ঘটক। তবে আর কি? কুলিনের ঘরে ৭ বৎসর হইতে অন্বেষণ করিতে করিতে বার, তের বৎসরে বিবাহ হয়, তা আপনার কন্যার বয়স প্রায় বিবাহোপযুক্তা হইয়াছে।

মতি। আপনার সেখানে প্রায় গতি বিধি আছে?

ঘটক। আজ্ঞে হাঁ, আমি প্রায় সেখানে গিয়া থাকি।

মতি। তবে আপনি আর এক দিন আসিবেন আমি আপনাকে যাহা হয় বলিব।

ঘটক। অচ্ছা তবে আমি এক্ষণে আসি কিন্তু যাহাতে এ কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা করিবেন, এটী ছাড়বেন না, কুলিনের ঘরে এরূপ প্রায় মেলে না, হয়ত ঘরজামাই করিয়া রাখিতে হয়, না হয় ছেলের লেখা পড়ার ভার লইতে হয়, এ আপনাকে কিছুই দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে না, আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র হইবে, ছেলেটী দেখিতে যেমন গুণেও তদ্রুপ, তাই আমার আপনাকে অনুরোধ করা। এই কথা বলিয়া ঘটক মহাশয় চলিয়া গেলেন। মতি বাবু পূর্ব্বের ন্যায় তামাক খাইতে লাগিলেন। তোষামোদকারীরা এতক্ষণ কিছুই বলিতে পারে নাই, কেবল বাবুর কি ইচ্ছা, কি রকম মনের ভাব তাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল, যখন দেখিল বাবুর এ সম্বন্ধে মত আছে তখন বলিল " আজ্ঞে এ চমৎকার হইয়াছে, আর না হইবেক বা কেন যেমন রাজরাজেশ্বরী সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দরী সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা আর সেরূপ রূপে কন্দর্প গুণে বৃহস্পতি জামাতা হইবে,, ইত্যাদি বাক্যে বাবুর মনোরঞ্জন করিতেছে, এমন সময়ে বাবুর বন্ধু হরনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরনাথ বাবু আসিবার সময় ঘটক মহাশয়কে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন. তিনি ঘটক মহাশয়কে চিনিতে না পারিয়া বৈটখানায় আসিয়া অন্যান্য কথোপকথনের পর জিজ্ঞাসা করিলেন "ও লোকটী কে?" মতি বাবু কহিলেন ও লোকটী ঘটক, ভুবনমোহিণীর সম্বন্ধ কর্‌তে এসেছিল, ছেলেটীর নাম ব্রজনাথ, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে, দশ টাকা বৃত্তি পায়, হিন্দুহোষ্টেলে থাকে, ছেলেটীর পিতার নাম শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।" হরনাথ বাবুর সহিত মতিলাল বাবুর অতিশয় প্রণয়। হরনাথ বাবুর বাটীতে বালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত একটী স্কুল আছে সেই খানে ভুবনমোহিনী পড়িতে যায়, ভুবনমোহিনীর সহিত তাহার পিস্তুত ভগ্নীটিও পড়িতে যায়; হরনাথ বাবু পাত্রটীকে চিনিতেন, তিনি কহিলেন, "ঘটকদের যে বাড়াইয়া বলা অভ্যাস আছে ইনি তাহা করেন নাই, ছেলেটী যথার্থ উত্তম এ সম্বন্ধ হইলে বেশ হয়।

মতি। আমি ঘটককে হাতছাড়া করতে বারণ করেছি, ছেলের পিতার মত হইলে চলুন একদিন দেখে আসা যাক্, কিন্তু এরূপ দেখা শুনা হবার পূর্ব্বে পাত্রটীকে আমার একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

হর। আচ্ছা আমি তাহাও করিতে পারি, আমার তাহারাও আত্মীয়। একদিন আমার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাকে দেখাইব, এখন বেলা অধিক হয়েছে, আমি আবার বৈকালে আসিব। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন মতিলাল বাবুও পারিষদগণকে বিদায় করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সোনার দানা।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সূর্য্যদেব কিরণ বিস্তারে ক্লান্ত হইয়া পশ্চিম গগণে হেলিয়া পড়িলেন। পথিকগণ রাত্রি যাপন আশয়ে চটি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলায় বহুদেশ দেশান্তর হইতে আগমন করিতে লাগিল, কুমুদিনী পতির মনোরঞ্জন আশয়ে নববেশে হাসিতে হাসিতে প্রস্ফুটিত হইলেন, নিশাপতি কান্তার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইলেন, চক্রবাক চক্রবাকি মধুপান আশয়ে সুধাকরের দিকে উর্দ্ধে দৃষ্টিকরিতে লাগিল, গৃহস্থেরা মঙ্গলাকাঙ্খায় শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রদীপ জ্বালিতে লাগিল এবং গঙ্গার পবিত্র সলিল লইয়া গৃহদ্বারে ছড়াইতে লাগিল।

এমন সময়ে মতিলাল বাবু চাকরকে বৈটকখানায় আলো দিতে বলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আপনার শয়নাগারে গিয়া দেখিলেন প্রণয়িনী শয্যার একপার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন, তিনিও তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন এবং মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ তুমি কি ভাবিতেছ," তাহাতে বিনোদিনী উত্তর করিলেন, "কি আর ভাবিবো," এই কথা বলিয়া একটু হাসিলেন, সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে মতিলাল বাবুরও মুখ প্রফুল্লিত হইল। তিনি স্ত্রীর মুখ বিমর্ষ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তাই মুখখানি মলিন, ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারও মুখ বিমর্ষ হইতেছিল কিন্তু যখন শুনিলেন যে পীড়া নয়, চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে ও রকম করে বসে ছিলে কেন?"

বিনো। ভুবন এত বড় হয়েছে এখনও বিবাহের ঠিক করলে না, কবে যে হবে তাই ভাবছিলেম। আর দেখ আজ একটা ঘটক এসে ছিল সে

বল্লে একটি বেশ পাত্র আছে, ভুবনের বিবাহ দেবে ? তা তোমায় বল্লে তুমি গ্রাহ্যই কর না, তাই মনটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই ওরকম করে বসেছিলেম, আর কিছু অসুখ হয় নাই।

মতি। তাতে আর ক্ষতি কি, আজ না হয় কাল হবে, এইত, হবে না তাতো আর নয়।

বিনো। হবে তা জানি কবে হবে ?

মতিলাল বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "এত আর যা তা কায নয় যে মনে কল্লেই হবে, মেয়ে যাতে কষ্ট না পায় তাত দেখে দিতে হবে।"

বিনো। তাত জানি, কিন্তু খুঁজতে হবে না ঘরে বসে থাকলে আসবে ?

মতি। আমি দেখ্‌ছি কি না তার তুমি কি জান্‌বে।

বিনো। কৈ আমায় তো একদিনও বলনি।

মতি। তবে শুন আজ এক জন ঘটক এসেছিল, সে কাল্‌না গ্রামের শ্যামসুন্দর বাঁড়ুয্যের পুত্র ব্রজনাথের সঙ্গে ভুবনের বিবাহের জন্য আমাকে ধরেছে, ছেলেটী চমৎকার, এণ্ট্রেন্স পাস করে দশ টাকা জলপানি পাচ্ছে, আর এ লে পড়্‌ছে এইবার পরীক্ষা দিবে।

বিনো। তবে সেখানে গিয়ে এক দিন দেখে এস, এই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ দাও, আর দেখ এই তোমার প্রথম কার্য্য তোমাকে গড়ের বাজনা কর্ত্তে আর গ্রামে ঘড়া বিলুতে হবে, তা না হলে হবে না।

মতি। তুমি যেমন ক্ষেপা, তেমি বলছো, গ্রামে ঘড়া দাও যে লোকের উপকার হবে, বাজনা করে কেন মিছে বাজে খরচ।

বিনো। আমার বড় সাধ আছে ভুবনের বিবাহে বাজনা করা, তোমাকে বাজনা কর্ত্তেই হবে বল, পারবে; তা না হলে আমি তোমায় ছাড়বো না' এই বলিয়া বিনোদিনী কোঁচা ধরিলেন। মতিলাল বাবু বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন; তাঁহার আর নিস্তার নাই কাজে-কাজেই বলিলেন "হাঁ করিব তুমি এখন ছেড়ে দাও।"

বিনো। না তুমি তিন সত্য কর, তবে ছাড়বো না হলে ছাড়বোনা। মতিলাল বাবু অগত্যা তিন সত্য করিলেন। পাঠকগণ আপনারা অনেকেই জানেন স্ত্রীর অনুরোধ কেহই প্রায় এড়াইতে পারেন নাই, মনুষ্যের কথা দূরে থাক স্বয়ং দেবাদিদেব মাহাদেবও স্ত্রীর অনুরোধ এড়াতে সক্ষম হন নাই। মতিলাল বাবুতো সামান্য নর, তিনি যে তিন সত্য করিবেন ইহার আর বিচিত্র কি; তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন, "এইবার ছেড়ে দাও আমি যাই।" তখন বিনোদিনী আপনার অভিলাষ সিদ্ধ হইল দেখিয়া কোঁচা ছাড়িয়া দিলেন। কোঁচা ছাড়িলে পর, মতিলাল বাবু বলিলেন "আ বাঁচলুম-যেন কাঁচপোকায় ধরেছিল, স্বীকার করালে তবে ছাড়লে," এই কথা শুনিয়া বিনোদিনী অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "তোমায় বাজনা কত্তে হবে না, তুমি যদি কর তোমায় দিব্বি আছে, আমার মেয়ের বিবাহে তোমার কিছু কত্তে হবে না, আমি কোঁচা ধরেছিলাম বলে, আমাকে কি না বল্লে," এই বলিয়া বিনোদিনী রোদন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া মতিলাল বাবু পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,——"বিনোদ তুমি কি রাগ কল্লে।" তাহাতেও উত্তর পাইলেন না, বরং ক্রন্দন বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া বিনোদের কাছে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং চিবুকে হস্ত দিয়া কহিলেন "বিনোদ আমি কি বলেছি যে তোমার এত রাগ, আমিত রাগের কথা কিছু বলি নাই; (তাহাতেও উত্তর নাই) আচ্ছা আমি ঘাট মানচি আমি আর কখন তোমাকে এমন কথা বলব না, যদি বলি আমার দিব্বি আছে, তা হলেই তো হলো" এই বলিয়া আপনার কোঁচার কাপড় দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন,। তখন বিনোদিনী মনে মনে কহিলেন "সতীর পতিই ভরসা, সেই পতির সহিত কথা না কহিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব, এই ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু হইতে দুই চারি ফোটা জল পড়িল, তাহা দেখিয়া মতিলাল বাবু বলিলেন "বিনোদ আবার কাঁদুচ, আমি দোষ স্বীকার করেছি, আর

কখন তোমায় এমন কথা বলবনা, আর কেঁদনা।” এই বলিয়া পুনর্ব্বার মুখ মুছাইয়া দিলেন। মতিলাল বাবুর এই কথা শুনিয়া বিনোদিনীর বদন প্রফুল্লিত হইল, তিনি বলিলেন “না আমি কাঁদি নাই” এই বলিয়া আপনার অঞ্চল দিয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন “তুমি কি কাল কলিকাতায় যাবে।”

মতি। হাঁ যাব।

বিনো। তবে সোণা কিনে এনো ভুবনের গহনা হবে, আর ছেলে-দের যে পোষাক কিন্‌বে বেশ ভাল যেন হয়।

মতি। আচ্ছা তাত আন্‌ব, কিন্তু তোমার জন্য কি আন্‌ব বল দেখি?

বিনো। আমি বুড়ো মাগি আমার জন্য আবার কি আন্‌বে, আমার ছেলেদের জন্য ভাল খ্যাল্‌না পাওত এনো আমার কিছু দরকার নাই, আর দেখ ভুবনের জন্যে ভাল ভাল পুতুল খ্যাল্‌না কিনে এনো বাসর সাজাইয়া দিতে হবে।

মতি। ভাল ভাল দেখে সব জিনিস আন্‌বো তবে আমি এখন একটু বেড়িয়ে আসি।

বিনোদ। বেড়িয়ে ত আস্‌বেই, আমার অনেক কথা আছে একটু বস বল্‌চি।

মতি। আচ্ছা বস্‌ছি, কি বল শুনি।

বিনোদ। “আচ্ছা তবে বস্‌ছি কি বল শুনি,” ওরকম শুন্‌লে হবে না।

মতি। তবে কি রকম শুন্‌তে হবে।

বিনোদ। শুদ্ধ শুন্‌লে হবে না।

মতিলাল বাবু জানেন বিনোদিনী বড় মানিনী, কাজে কাজেই স্বীকার করিলেন “করব।” পাঠক মহাশয়কে আর বলিতে হইবে না, পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইয়াছেন, বিনোদিনী কত

অভিমানিনী, বিনোদিনী পতির মুখপানে একবার চাহিয়া দেখিলেন—কি দেখিলেন—এই দেখিলেন, মতিলাল বাবু যে সকল কথা কহিতেছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার সান্ত্বনার জন্য নহে যথার্থই করিবেন, তাহাতেই চারিচক্ষে সম্মিলিত হইল উভয়ে হাসিলেন, কিন্তু বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "হাসলে যে? আমি যা বলব, সব বুঝি ভস্মে ঘি ঢালা হবে?" মতিলাল বাবু অমনি হাঁসিয়া বলিলেন, বিনোদ তুমি কি খেপেচ না আমার সেই হৃদয়মোহিনী বিনোদিনীই আছ?" তাহাতে বিনোদিনী আর উত্তর করিতে পারিলেন না, মুখ নত করিয়া রহিলেন, পুনর্ব্বার মতিলাল বাবু বলিলেন, "আমি হাঁসলেম কেন বলচি, বিনোদ তুমি হাসলে কেন বল দেখি? বিনোদিনী আর থাকিতে পারিলেন না হাসিয়া বলিলেন "কই আমি ত হাসি নাই।" মতিলাল বাবু বলিলেন "না তুমি হেসেছ।"

বিনোদ। তবে আমি হেসেছি তার আর কি হবে।

মতি। "তার আর কি হবে," তুমিও হেসেছ আমিও হেসেছি, শোধ গেছে, এবার কিন্তু যে হাসিবে সেই দোষী হবে, এখন কি বলবে বল শুনি।" মতিলাল বাবুর কথা শুনিয়া বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুমি এবার মুখের জোরে বেঁচে গেলে।"

মতি। তা জানি তুমি এই যে হাস্‌লে।

বিনো। হাস্‌বো নাতো কাঁদবো নাকি? তবে বল কাঁদি।

মতি। না ভাই তোমায় আর কাঁদ্‌তে হবে না, তুমি হাস আমি দেখি তুমি একবার কেঁদে আমায় আকাশ পাতাল ভাবিয়ে দিয়েছিলে আবার তোমায় কাঁদ্‌তে বল্‌ব?

এইরূপ দুই জনায় কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় হৈমবতী নাম্নী বাবুর দাসী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীকে কহিল "হেঁগা দিদীঠাকরুণ, ভুবনের নাকি বিয়ে?"

বিনো। তোকে কে বল্লে?

পাঠক মহাশয় আপনি মনে কত্তে পারেন দাসী "দিদীঠাকুরুন" কেন বল্লে তাহার কারণ—যখন মতিলাল বাবুর দশ বৎসর বয়ক্রেম, তখন হইতে হৈম ঐ বাটীতে দাস্যবৃত্তি করিত, মতিলাল বাবুর বিবাহ হইলে যখন বিনোদিনী আসিলেন তখন হৈম বউ দিদীর পরিবর্ত্তে দিদীঠাকুরুণ বলিতে অভ্যাস করিয়াছিল।

হৈম। কেন আমায় সিদে বল্লে যে দিদীমনীর বের সম্বন্ধ কর্‌তে এক জন ঘটক এসেছিল, তাকি সত্য, কবে বে হবে গা? তাহাতে মতিলাল বাবু বলিলেন, " এখন স্থির হয় নাই।

বিনোদিনী হৈমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন " হৈম তুই বিবাহেতে ভুবনকে কি দিবি?"

হৈম। আমি আর কি দিব—একখানি ডুরে কাপড় কিনে দিব।

বিনোদ। এই বুঝি তোমার ভালবাসা আর বলিস যে তুই ভুবনকে বড় ভাল বাসিস সে বুঝি কেবল মুখের ভালবাসা?

হৈম। আমি ভুবনকে মুখে ভালবাসি কি আন্তরিক ভালবাসি তা ভগবান জানেন। মতিলাল বাবু হৈমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তুই রাগিস কেন? তোকে রাগাবার জন্য বল্‌চে" আর বিনোদিনীকে বলিলেন " ওকে রাগাও কেন? ও কোথায় পাবে তা দেবে।"

বিনোদিনী তাহাতে উত্তর করিলেন " আমি কি জানি না যে হৈম ভুবনকে ভালবাসে! আমি ওকে রাগাবার জন্য ওকথা বল্লুম, ওর সাক্ষাতে বল্লে খোসামোদ করা হয়, হৈম আমার ছেলেদের যতদূর ভালবাসে, এত যে দাসী আছে কে ওর মতন ভালবাসে?

মতি। তাত যথার্থ কথা ওর মতন কে তোমার করে?

বিনোদ। তুমি বুঝি ভাব্‌লে যে আমি ঠাট্টা করে বল্লুম?

মতি। আমি জানি তুমি ঠাট্টা কর নাই কিন্তু হৈম মনে কল্লে তুমি ওকে ঠাট্টা করে বল্লে তাই আমি ওকে বুঝিয়ে বল্লুম।

বিনোদ। তোমার মতন দুটি লোক থাক্‌লে জেন্ত মাছে পোকা পাড়াতে পারে।

মতি। আমি কিসে জেন্ত মাছে পোকা পাড়াতে পারি?

বিনোদ। না তুমি বেশ ভাল মানুষ এখন হৈম কি বলে শুনতে দেবে?

মতি। কেন আমি কি তোমার "কানে আঙ্গুল দিয়া আছি নাকি?

বিনোদ। তবে তুমি চুপ কর, আমি শুনি—এই বলিয়া হৈমকে বলিলেন "তুই কি বলিস বল" বাবুর কথা শুনিয়া হৈমর রাগ পড়িয়া গেলে পর বলিল "আমি ভুবনকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছি, তুমি ভুবনের বিবাহের সময় আমায় দানা দেবে বলেছিলে, তাই মনে করে দিতে এসেছি" বিনোদিনী হৈমর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "তুই আমাকে বল্‌ছিস্ কেন? তোর বাবু বসে রয়েছেন ওঁকে বল।"

হৈম। আমি তোমার ঝি, তোমার ছেলেগুলে মানুষ করেছি, আমি তোমাকেই বলবো।

বিনোদ। আমার ছেলে বুঝি তোর বাবুর ছেলে নয়? মতিলাল বাবু ঠাট্টাচ্ছলে বল্লেন "আমার কি, আর কারো, ও কি করে জানবে?

বিনোদিনী কৃত্রিম রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "এই সকল আমার আইবুড় বেলার ছেলে নাকি আমি ওদের নিয়ে তোমার এখানে এসেছি?"

মতিলাল বাবু হৈমকে বলিলেন "তোকে যদি বলে থাকে তুই পাবি"

হৈম। আমাকে না বল্লে বুঝি আমি পাব না?

মতি। আচ্ছা ভুবনের বিবাহের সময় তোকে সোণার দানা দেব। এই কথা শুনিয়া হৈম হাসিতে হাসিতে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

মতিলাল বাবু বলিলেন "দেখ বিনোদ, হৈম, তোমার ছেলেদের যেমন যত্ন করে তেমন আর কেহ করে না।"

বিনোদ। আমি বেশ জানি তোমার আর বলতে হবে না, আর দেখ তুমি কাল্ তবে অমনি সোণা কিনে এনো।

মতি। পারি ত আন্‌বো।

বিনোদ। "পারিত আনবো নয়," আন্‌তে হবে।

মতি। আচ্ছা তাই হবে, কত ভরি?

বিনো। পাঁচ ভরি।

মতি। আচ্ছা তবে আমি একবার বেড়িয়ে আসি।

বিনোদ। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি নাকি?

মতি। তা বলিনি, তবে একবার বলে যাবনা কি?

বিনোদ। আচ্ছা তবে এস।

মতিলাল বাবু শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার পুত্রদ্বয় আসিয়া তাঁহার কোঁচা ধরিয়া বলিল "বাবা আমাদের পোষাক কবে আনবে?"

মতি। "কাল আনবো তোমরা পড়গে," অমনি তাহারা কোঁচা ছাড়িয়া "মা মা" করিতে করিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঘটকালি।

প্রভাত হইল, সমস্ত জীব জন্তু নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল, বালক, বালিকাগণ পুস্তক লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিতে লাগিল, বৃদ্ধেরা প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধান করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবের আরাধনায় রত হইতে লাগিল; কৃষকগণ লাঙ্গল স্কন্ধে

করিয়া মাঠে যাইতেছে, কুলবধুগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল; এমন সময় ঘটক মহাশয় প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া নামাবলি খানি গাত্রে দিয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া গৃহের বাহির হইলেন এবং ক্রমান্বয়ে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, বেলা যখন দুই প্রহর তখন তিনি একটী সুরম্য উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সম্মুখে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত পুষ্করিণীর ঘাটে হস্ত পদাদি প্রক্ষালণ করিলেন। পাঠক মহাশয় আসুন বাগানটী কি রূপ দেখা যাক—বাগানটির চারিদিকে লৌহের বেড়া, আম, কাঁঠাল, জাম, বেল, নারিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে গোলাপ বেল ইত্যাদি নানা প্রকার সুগন্ধ পুষ্পের গাছও আছে। বাগানের ফটক হইতে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত রাস্তা, রাস্তার দুই ধারে সুপারি গাছের সার। ঘটক মহাশয় হস্ত পদাদি প্রক্ষালণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া চলিলেন। এবং সেই বাগান মধ্যে অল্প দূর গমন করিয়া একটি অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন দ্বার ভিতর দিক হইতে রুদ্ধ, তিনি দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিলেন "শম্ভু দরজা খুলে দে" কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ায় বারম্বার এইরূপ ডাকিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে এক জন ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল ঘটক মহাশয় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ভৃত্য দেখিবামাত্র বলিল "ঘটক মহাশয় কোথা থেকে আস্‌ছেন! বরাবর বাড়ী থেকে আস্‌ছেন, না কোথায় যাচ্ছিলেন এখানে এলেন?"

ঘটক। নাহে বাপু আমি কোথাও যাই নাই এইখানেই বরাবর আসিতেছি।

ভৃত্য। কখন বেরিয়ে ছিলেন?

ঘটক। প্রাতঃকালে।

ভৃত্য। তবে আপনার খওয়া হয় নাই!

ঘটক। না।

ভৃত্য। তবে আপনি একটু বসুন অমি আপনার আহারের কথা বলে আসি। এই বলিয়া ভৃত্য অন্দরে প্রবেশ করিল ঘটক মহাশয় ও দালানের পার্শ্বে একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি তক্তপোষে আপনার তল্পি তাল্‌পি নামাইয়া উপবেশন করিলেন, ক্ষণেক পরে ভৃত্য তামাক লইয়া ঘটক মহাশয়কে খাইতে দিল, ঘটক মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যারে বাবু বাড়ীতে আছেন কি ?"

ভৃত্য। আছেন।

ঘটক। আমি এসেছি শুনেছেন ?

ভৃত্য। শুনেছেন

ঘটক। এখন কি বাহিরে আসবেন ?

ভৃত্য। এখন বাহিরে আসবেন না, শুয়েছেন আপনি আহারাদি করুন বৈকালে দেখা হবে।

ঘটক। অচ্ছা তাই হবে এক্ষণে আহারাদি করা যাক।

ভৃত্য। আপনার কি কোন বিশেষ দরকার আছে ?

ঘটক। আছে।

ভৃত্য। কি দরকার ঘটক মহাশয় !

ঘটক। তোমাদের দাদা বাবুর একটি সম্বন্ধ এনেছি।

ভৃত্য। কোথা থেকে ?

ঘটক। তৃপুলি গ্রামের মুখোর্য্যেদের বাড়ীর।

ভৃত্য। তবে আরকি, আমি দাদাবাবুর বিবাহে সোণার বালা নেব আমি এসে অবধি কিছু পাই নাই, কেবল ছোট দিদীর বিবাহের সময় একখানি ছোবান কাপড় পেয়েছিলাম। ঘটক মহাশয় এই সকল কথোপকথনের পর আহারাদি সমাপন করিয়া পথশ্রান্তি নিবারণার্থ শয়ন করিলেন। একটা বাজিল, দুইটা বাজিল, তিনটা বাজিল, তথনও ঘটক মহাশয় নিদ্রায় অচেতন, চারিটা বাজিল, ঘটক মহাশয় গাত্রোত্থান

করিলেন এবং হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া তামাক খাইতেছেন এমন সময় শ্যামসুন্দর বাবু ভিতর বাটী হইতে বাহির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঘটক মহাশয় শ্যামসুন্দর বাবুকে দেখিবামাত্র ব্যস্ততাসহকারে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—বাবু দেখিবামাত্র বলিলেন " ভাল আছেন ? "

ঘটক। আজ্ঞে হাঁ ভাল আছি।

শ্যাম। আহারাদি হয়েছে ?

ঘটক। আজ্ঞে তা সমস্তই হইয়াছে।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর শ্যামসুন্দর বাবু চাকরকে বৈটকখানার দরজা খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিয়া আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বাবু বৈটকখানায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঘটক মহাশয় বলিলেন " মহাশয় আমি ব্রজ বাবুর যত সম্বন্ধ আনি আপনার পছন্দ হয় না, এবার যেটী আনিয়াছি সেটী বড় চমৎকার—মেয়েটি অতি সুন্দরী, আর মেয়ের পিতা জমীদার, আর দেবে থোবেও ভাল, এটিতে যদি মত না হয়, আমি আর তবে পারিলাম না।" শ্যামসুন্দর বাবু ঘটকের কথা শুনিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া, বলিলেন। " আপনাকে ত বলিয়াছি যে ব্রজনাথের বিবাহ এক্ষণে দিব না, আগে বিএ পাশ দিক্, তবে বিবাহ দিব, তবে দিতে পারি, যদি মেয়েটী ভাল হয় আর পাওনাগণ্ডা ভাল হয়, তাহা না হইলে দিব না।"

ঘটক। আমি ত আপনাকে এই মাত্র বলিলাম যে মেয়েটী সুন্দরী আর তাহার পিতা জমীদার, দেবে থোবে ভাল, তাহাতে আপনার অমত কি—সেখানে ত দিতে পারেন ?

শ্যাম। ও রকম যদি হয় তবে আমার কোন আপত্তি নাই, এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন, " এ পাত্রিটী কোথাকার ? "

ঘটক। আপনি বোধ হয় চিন্তে পারেন তৃপুলির মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

শ্যাম। আমি তাঁহার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে কখন দেখি নাই।

ঘটক। বিবাহ হইলেই দেখ্‌তে পাবেন আর আলাপ হবে।

শ্যাম। তাহার জন্য কোন ক্ষতি হচ্চে না। আমি শুনেছি তিনি অতিশয় দয়ালু, আর লোকটী অতি ভদ্র। তাঁর কন্যার সহিত যদি হয়, আমার এখনই মত আছে, কিন্তু তাহাদের বাটীর যদি অন্য কাহার কন্যার সহিত হয় তাহাতে আমার মত নাই।

ঘটক। আজ্ঞা না তাঁহারই কন্যার সহিত, অন্যের হলে আমি ভরসা করে বল্‌ব কেন?

শ্যাম। আপনাকে তিনি কি কিছু বলেছিলেন? ঘটক মহাশয় অমনি গাম্ভির্য্যভাব ধারণ করিয়া বলিলেন "এক দিন মতিলাল বাবু আমাকে ডেকে বলেন, ঘটক মহাশয় আমার কন্যাটী বিবাহের যোগ্য হইল, আপনি একটী ভাল পাত্র দেখুন, আমি অমনি বলিলাম একটী ভাল ছেলে আছে দেবেন কি? তিনি জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম, কাল্‌নার শ্যামসুন্দর বাবুর একটী পুত্র আছে, তিনি প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া এলে পড়্‌ছেন। তাঁহার সহিত বিবাহ দিবেন?

শ্যাম। তিনি কি বল্লেন?

ঘটক। তিনি বল্লেন, কথাবার্ত্তা ঠিক কত্তে। তাঁহার এ বিবাহে মত আছে, তিনি ত অমন ছেলে পেলে চরিতার্থ হয়ে যান, আপনার পুত্রের মতন শিষ্ট, ধীর, নম্র ও বিদ্বান এমন ছেলে কোথায় তিনি পাবেন।

পাঠক মহাশয় ঘটকের ঘটকালিটা একবার শুনুন। মতিলাল বাবুর নিকট এক রকম, আর শ্যামসুন্দর বাবুর নিকট আর এক রকম। ইহাদের কথায় কেহ যেন বিশ্বাস না করেন, ইহারা ষোল আনা মিথ্যা কথা কহে, ইহ রা বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিশী। যাহাতে লোকের

মনোরঞ্জন হয়,তাহাতেই সায় দেয় আর বলেন লক্ষ মিথ্যা কথা না কহিলে একটী বিবাহ হয় না। সেটী কেবল ইহাদের এড়াইবার ফন্দী। শ্যামসুন্দর বাবু ঘটকের সহিত কথোপকথন করিয়া পরিশেষে বলিলেন দেখুন ঘটক মহাশয় আপনি মতিলাল বাবুকে বলিবেন যে আমার তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করিতে অনিচ্ছা নাই, দেখা দেখি হইলে মাঘ কিম্বা ফাল্গুণ মাসে দিনস্থির করিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে আর দেখুন পাওনাটা যেন ভাল হয় কারণ পাশ করা ছেলে।”

ঘটক। তাহা আপনাকে আর বল্‌তে হবে না, আম্‌রা ঘটক ও বিষয়ের বেশ জানি, কিন্তু আমার বিষয়টা বিবেচনা কর্‌বেন।

শ্যাম। আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়—সে বিষয় যাহাতে ভাল হয় তাহা করিব।

ঘটক। আপনার মতন লোককে বল্‌তে কি হয়? আপনি মহৎ লোক, আপনি যদি আমাদের বিষয় ভাবিবেন না তা হলে আর কে ভাবিবে।

শ্যাম। আপনি মতিলাল বাবুকে আশ্বিন মাসে দেখিতে আসিতে বলিবেন, কারণ ব্রজনাথ পূজার সময় ভিন্ন আর বাড়ীতে আসিবে না। আর না হয়, অগ্রহায়ণ মাসে আসিতে বলিবেন, সেই সময় ব্রজনাথ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিবে ইতিমধ্যে আর আসিবে না।

ঘটক। আচ্ছা আমি তাই বলিব।

এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথনে সন্ধ্যা হইল, ঘটক মহাশয় সেই রাত্রি সেইখানে অতিবাহিত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

এক দিবস সন্ধ্যার সময় দুইটী যুবক হিন্দু হষ্টেলের জানালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। তন্মধ্যে এক জন বলিলেন "উমাপতি তুমি যা বলেছ, তাহা আমি বুঝেছি। কিন্তু ভাই, কি করব তা কিছু ঠিক করতে পাচ্ছি না; একবার মনে করছি, পূজার সময় দেখে যাব আবার মনে করছি, যদি দিদি টের পান; আবার ভাবছি দিদির বাটীতে গিয়ে দেখে যাব. কিন্তু কোনটী করব ঠিক হয় নাই। কিন্তু ভাই আমায় একবার না দেখালেই নয়, আমি একবার দেখিব।" তাহাতে উমাপতি উত্তর করিলেন "আমি তোমায় দেখাতে পারি, যদি তুমি পূজার পাঁচ দিন পূর্ব্বে যেতে পার।"

ব্রজ। আচ্ছা আমি যাব, তুমি দেখাবে?

উমা। দেখাব।

ব্রজ। কি করে দেখাবে?

উমা। পাঁচ দিন পূর্ব্বে গেলে, তখন তাহাদের স্কুল বন্ধ হইবে না আমরা তাহাদের স্কুলে গিয়া দেখিয়া আসিব।

ব্রজ। তোমার সহিত তাহাদের পণ্ডিতের আলাপ আছে নাকি?

উমা। আছে বৈকি।

ব্রজ। তবে বেশ হবে, দেখে তার পর সে দিন দিদির ওখানে থাকব, তার পর দিন বাড়ী যাব।

এই সকল কথোপকথনের পর উমাপতি বলিলেন "ব্রজনাথ আমি এখন যাই, আর এক দিন এসে দেখা করব।

ব্রজ। আজ আর নাই গেলে, এই খানেই থাক না।

উমা। না ভাই আজ থাকতে পারিব না, একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ব্রজ। আচ্ছা তবে যাও, কিন্তু কাল এসো।

উমা। আস্‌ব বৈকি।

ব্রজ। আচ্ছা উমাপতি, বাবা যদি আগে দেখে ঠিক করেন, তবে আমিত আর অন্যমত কর্‌তে পারব না।

উমা। তিনি আমায় ডেকে বল্লেন যে তুমি ব্রজনাথের সহিত দেখা করে বলো, যেন পূজার সময় একখানি মোহর কিনে আন্‌তে ভুলে যায় না, যদি আগু দেখতেন তা হলে কি মোহরের কথা বল্‌তেন।

ব্রজ। বাবা যদি শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে টাকা দিয়াই দেখে আসেন।

উমাপতি ব্রজনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন "গাছে উট্‌তে না উট্‌তে এক কাঁদি।"

ব্রজ। এক কাঁদি কিসে?

উমা। বিবাহের কোথায় কি তার ঠিক নাই এরই মধ্যে বল্লে শ্বশুর।"

ব্রজ। শ্বশুর বলেছি কি মন্দ হয়েছে? হবুত বটে——

উমাপতি হাসিয়া বলিলেন "তা বটে আমারই ভুল হয়েছে, আর দেখ তোমার বাবা এক দিন বলেছিলেনঃ——"পূজার আগে দেখে আস্‌বেন না।" এইরূপ কথোপকথনে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল পরে দুই জনে সন্ধ্যা সমীরণ সেবনার্থ বহির্গত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাত্রী দর্শন।

আজ শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া, পূজার আর পাঁচ দিন আছে, কলিকাতার বড় ধুম, যত সব প্রবাসী লোক স্বদেশ যাইবার কত আয়োজন করিতেছে—কেহ মাথা ঘসা, কেহ তেলের মসলা, কেহ পাছাপেড়ে

শাড়ী, কেহ ফিতা, কেহ পুত্রকন্যার জন্য কাটা পোষাক ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। ক্রেতায় বিক্রেতায় সহর পরিপূর্ণ। কেহ বা পুত্র পৌত্রাদি লইয়া চিনা পাড়ায় জুতা ক্রয় করিতেছেন। কেহ বা বিমর্ষ ভাবে "পূজা উপস্থিত, এক পয়সাও হাতে নাই পুত্রের এক খানি নূতন কাপড় আর এক জোড়া জুতা না দিলেই নয়, তাহাই বা কিরূপে হয়" এইরূপ ভাবিতেছেন আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। কেহ বাটীর পূজার নিমিত্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছেন। কেহ পমেটম, আতর, গোলাব ইত্যাদি নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন, কেহ বা রুমাল, মোজা, সাবান ইত্যাদি ক্রয় করিতেছেন। এইরূপে নানা লোক নানা কার্য্যে ব্যস্ত। কর্ম্মচারিদিগের দুই দিন দুই যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে। ছোট ছোট বালক বালিকাগণ, "আর দুই দিন পরে বিদ্যালয় বন্ধ হইবে" তাহাদের আর তিন সপ্তাহের জন্য বিদ্যালয় যাইতে হইবে না ভাবিয়া আনন্দে খেলাইয়া বেড়াইতেছে। কেহ বা নূতন কাপড় পরিধান করিয়া প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছে। কোন শিশু নূতন কাপড় পরিধান করিবার জন্য জননীর অঞ্চল ধারণ করিয়া বলিতেছে "আমায় নূতন কাপড় পরিয়ে দে আমি ঠাকুর দেখ্‌তে যাব।" কোথাও বা প্রবাসী পরান্নভোগী লোক মনে মনে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন "আমি যদি পাঁচ টাকা উপায় করিয়া শাকান্ন ভোজন করিয়া দিন যাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমার পক্ষে সুখের দিন বলিয়া বোধ হইত। দশ আনা দামের এক খানি বিলাতী ধুতি, অন্নদাতার দেয় পাঁচ টাকা দামের ফরাশ ডাঙ্গার ধুতি অপেক্ষা সুখপ্রদ হইত, আমার পক্ষে পূজা আর বিসর্জ্জন দুই সমান, কেবল মনকষ্টে চিরজীবন কালাতিপাত করিতে হইল, কখন স্বাধীন ভাবে দিনপাত করিতে হইল না, কেবল অন্নদাতার মন যোগাইয়া আর সময়ে সময়ে দুর্ব্বাক্যবাণ সহ্য করিয়া জীবনাতিবাহিত করিলাম।" কোথাও বা

ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ দীন দুঃখীদিগকে বস্ত্রাদি দান করিতেছেন। কেহ বা বাৎসরিক টাকা পাইবার আশয়ে বাবুর নিকট বসিয়া তোষামদ বাক্যে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ বা দেনার ভয়ে বাটীর বাহির হইতেছে না। কেহ বা টাকা লইয়া পাওনাদারদিগের খাতা দেখিয়া টাকা চুকাইয়া দিতেছেন। এমন সময়ে ব্রজনাথ কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উমাপতির সহিত হাওড়ার ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধমানের টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে অরোহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছাড়িয়া দিল গাড়ী পবনবেগে চলিয়া বর্দ্ধমানে পৌছিল, উভয়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিলেন; দেখিতে ২ বেলা দুই প্রহর অতীত হইল প্রায় দুই ক্রোশ গমন করিয়া একটী অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় দ্বারদেশে একটী যুবা পুরুষ উপস্থিত ছিলেন তিনি ব্রজনাথ ও উমাপতিকে দেখিবামাত্র তাহাদিগের হস্ত ধারণপূর্ব্বক একটী ঘরে লইয়া গেলেন এবং ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি আজ কলিকাতা হইতে আসিতেছ?"

ব্রজ। হ্যাঁ কলিকাতা হইতে আসিতেছি। এই কথা শুনিয়া হরিহর বাবু পুনরায় "জিজ্ঞাসা করিলেন, আহার হয় নাই?"

ব্রজ। না।

হরিহর। তবে আর বিলম্ব করিও না স্নান আহার করিবে চল।

ব্রজ। আমরা স্নান করিয়া জল খাইয়াছি।

হরি। সে কখন জল খাওয়া হইয়াছে। এখন একটু জল খাও, তারপর ভাত খাবে—ভাত প্রস্তুতপ্রায়।

উমা। আজ্ঞে জল আর খাবনা একবারেই ভাত খাওয়া যাবে।

হরি। তাহাত বুঝিয়াছি, আপাতক হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হও।

এই কথা শুনিয়া ব্রজনাথ ও উমাপতি হরিহর বাবুর সহিত হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিতে গমন করিলেন। পরে হরিহর বাবুর অনুরোধে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন।

এদিকে এলোকেশী আপনার শয়নগৃহে বসিয়া আছেন এমন সময় দাসী গিয়া বলিল " মা মামা বাবু আসিয়াছেন।

পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে হরিহর বাবুর স্ত্রী দেখিতে বড় মন্দ নন—গঠনটী দোহারা রঙটী শ্যামল বর্ণ, হাত পার গঠন গোল গোল, মুখ খানি পানপত্রের ন্যায়, বয়স আন্দাজ চব্বিশ কিম্বা পঁচিশ হইবে। ইনি শ্যামসুন্দর বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা—নাম এলোকেশী। এলোকেশী ব্রজনাথ আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দ সহকারে বলিলেন " কে ব্রজ এসেছে, তা আর আমায় বল্‌ছিস কি আসতে বল্‌না" তাহাতে দাসী উত্তর করিল " তিনি একলা নন, তাঁহার সঙ্গে আর একটি বাবু এসেছেন। আর দেখ মা আমরা যখন মামার বাড়ী যেতুম তখন মামা বাবুর সঙ্গে বাবুটীকে সর্ব্বদা দেখ্‌তে পেতাম ও বাবুটি কে বল দেখিন্।"

এলোকেশী দাসীর কথা শুনিয়া বলিলেন " তবে উমাপতি আসিয়াছেন; তা উমাপতি আর ব্রজ কি আমার ভিন্ন। যা তুই শীঘ্র ডেকে দিকে যা আমি ব্রজকে অনেক দিন দেখি নাই।"

দাসী। তা কি করে দেখা হবে তুমি সেখানে গেলে তিনি সেখানে থাক্‌তেন না কোথায় পড়া কর্‌তে যেতেন—যাই আবার তাঁদের শীঘ্র ডেকে দিইগে। এই বলিয়া দাসী চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে হরিহর বাবু ব্রজনাথ ও উমাপতিকে সঙ্গে লইয়া এলোকেশীর শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। হরিহর বাবুকে দেখিবামাত্র এলোকেশী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন এবং ব্রজনাথের কাছে সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রজ তুমি ভাল আছ? উমাপতি ভাল আছ?"

ব্রজ। ভাল আছি—তুমি কেমন আছ?

হরি। "তোমরা বসো আমার কাজ আছে আমি শীঘ্র আস্‌চি" এই বলিয়া হরিহর বাবু বাহিরে গেলেন, পরে এলোকেশী ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাড়ীর সকলে কেমন আছেন?"

ব্রজ। আমি বাড়ীর খপর ভাল জানি না কারণ আমরা বরাবর কলিকাতা হইতে আসিতেছি তবে উমাপতি যখন আসে তখন সকলে ভাল ছিলেন শুনেছি।

এলো। মুক্ত শ্বশুর বাড়ীতে না এখানে ?

ব্রজ! শুনেছি মুক্ত শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, তারপর বিশেষ জানি না।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি আটটা বাজিল, আহারাদি করিয়া সে রাত্রি সেইখানে অতিবাহিত করিলেন, পর দিবস স্কুলে যাইয়া ভুবনমোহিনীকে দেখিয়া উভয়ে বাটী গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকাদ্বয়।

আজ পূজার নবমী; চতুর্দ্দিকে শঙ্খ,ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাজিতেছে। লোকেরা আজ পূজার শেষ দিন ভাবিয়া, যত পারিতেছে আমোদ করিতেছে। মাতালেরা প্রাণ পুরিয়া মদ্যপান করিতেছে। গাঁটকাটারা মৃরশাম ফুরাইল ভাবিয়া দাঁও অন্বেষণ করিতেছে। দোকানদারেরা বেশী দরে বিক্রয় শেষ হইল ভাবিতেছে, বৃদ্ধেরা আরতি দেখিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময়ে মতিলাল বাবুর পুষ্পোদ্যানে দুইটী বালিকা বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছে। দুইটীই সমবয়স্কা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী, অপরটির রূপ ও তদ্রূপ কিন্তু প্রথমটী অপেক্ষা কিঞ্চিত রং ময়লা। ভবতারিণী ভুবনমোহিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভাই ভুবন আমাদের স্কুলে যে দুইজন এসেছিলেন, তুমি তাহাদের দেখেছিলে কি? তাহাদের একজন, তোমায় যে দিন দেখ্‌তে আসেন, তিনিও সেদিন এসেছিলেন। আর তিনি তোমাকে পড়া জিজ্ঞাসা করেন" তাহাতে ভুবনমোহিনী উত্তর করিলেন "দেখ ভাই

ভব আমিত মুখ তুলে চেয়ে দেখিনি যে চিন্তে পারব? আগে যদি জানতুম তা হলে ভাল করে দেখ্‌তুম।”

পাঠক মহাশয় বোধ হয় আপনি জানেন না যে এদুটী বালিকা কে? একটী মতিলাল বাবুর কন্যা—নাম ভুবনমোহিনী, অপরটী মতিলাল বাবুর ভাগ্নী—নাম ভবতারিণী। ভবতারিণী ঈষৎ ব্যঙ্গ স্বরে উত্তর করিলেন “তা বইকি তোমায় দেখতে এসেছেলেন বলে বুঝি তুমি ঘাড় হেঁট করে বসেছিলে? আমি তোমার সঙ্গে গিয়া সব দেখেছি।

ভুবন। তা আমি কি করব ভাই, দেখতুম তো বল্‌তুম। আর তুমি ঠাট্টা করবে জানলে না হয় বল্‌তুম যে দেখিছি।

ভব। যে দিন স্কুলে এসেছিলেন, সে দিন ত দেখেছিলে? এখন বল আমি দেখিনি—তা তুমি পার। আচ্ছা না দেখে থাক তাঁদের কথাগুলি ত শুনেছ?

ভুবন। তাত শুনেছিনুম বলচি।

ভব। তবে তোমায় যখন দেখ্‌তে এসে নাম জিজ্ঞাসা করেন, তাতে তুমি কথা চিন্তে পারলে না?

ভুবন। কি করে পার্‌ব—এক দিন শুনেছিলাম বলে কি চেনা যায়, আর আমি কি সেই স্বরটী মনে করে রেখেছি?

ভব। সে যা হগ্‌গে কিন্তু ভাই এখন বেশ টের পাওয়া যাচ্চে যে তারাই তোমাকে দেখ্‌তে এসেছিলেন, কারণ প্রথম এসেই জিজ্ঞাসা করেন—মতিলাল বাবুর কন্যা কোনটী?

ভুবন। হাঁ ভাই তা'ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিন্তু দেখ্‌তে এসে-ছিলেন কি না তা কি করে জান্‌ব।

ভব। জানলে কি কত্তে?

ভুবন। আমিও ভাল করে দেখ্‌তুম।

ভব। কেন আগে চার চক্ষে চাওয়া চাই কত্তে নাকি?

ভুবন। তা নয় আমায় ফাঁকি দিয়া দেখে গেলেন আমি ও তার শোধ নিতুম

ভব। তুমি কি চোক্ বুজে ছিলে, আদপে দেখ নাই?

ভুবন। তা কেন—দেখেছি কিন্তু তা হলে ভাল করে দেখ্‌তুম? ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া ভবতারিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আচ্ছা দেখেছিলে যদি দুজনের মধ্যে কোনটী তোমার বল দেখি?"

ভুবন। দেখ ভাই ভাবে বোধ হচ্ছে সেই যিনি দোহারা।

ভব। ঠিক হয়েছে এত যদি জান তাহলে এতক্ষণ চেপে যচ্ছিলে কেন?

ভুবন। ঠিক হয়েছে কি না হয়েছে তা তুমি কি করে জান্‌লে? ভবতারিণী ভুবনমোহিনীর গাল টিপিয়া বলিলেন—কি করে জান্‌লুম তবে শুন—এটাও বুঝতে পারনা, যার সঙ্গে বে হয়, সে কিছু বাপের সঙ্গে দেখতে আসে না, আর মনে কর আমাদেরই স্কুলে যে দুজন এসেছিলেন, তার মধ্যে যিনি মোটা তিনি দেখবার দিন এসেছিলেন আবার তিনিই তোমার পড়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন

ভুবন। আচ্ছা আমি যেন বুঝতে পারি না, তুমিই কৌন্ বুঝ্‌তে পেরেছ, আমায় দেখ্‌তে এসেছিলেন বলে আমায় যেন পড়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু তোমায় ত দেখ্‌তে আসেন্‌নি, তবে তোমায় কেন নাম ধাম, জাতি কুল পড়া জিজ্ঞাসা কর্‌লেন? ভুবনমোহিনী পুনর্ব্বার হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বোধ হয় তোমায় তাঁর মনে ধরেছিল। আচ্ছা ভব, তার সঙ্গে যদি তোমার বিবাহ হয়, তা হলে তুমি কি কর?" ভবতারিণী অন্যমনা হইয়া বলিলেন "কার সঙ্গে?" ভুবনমোহিনী কিঞ্চিত হাসিয়া বলিলেন "কার সঙ্গে? ওঃ—এই যিনি আমাদের বাড়ী এসেছিলেন"

ভব। তাহলে তুমি কি বাঁচবে?

ভুবন। তুমি উল্টা বোঝ কেন, আমি কি আর আমারটী ছেড়ে দিব? ভবতারিণী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভুবন, তুমি সত্য করে বল দেখি, তিনি দেখতে কেমন। আচ্ছা ভাই তোর কি আক্কেল, একবার দেখেই ভুলে গেলি? দেখ ভাই ভুবন তোমায় বল্‌তে কি আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে।

ভুবন। তাত হতেই পারে—আমার বিবাহ—তোমার হবে না।

ভব। তা'ত নয়।

ভুবন। তবে কি দেখে?

এই কথা শুনিয়া ভবতারিণী মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন "ভুবন অধিক রাত্রি হলো; বাড়ী চল আর বাগানে থাক্‌ব না"।

ভুবন। কেন কষ্ট হচ্চে কি?

ভব। কষ্ট কিসের?

ভুবন। তবে একটু বস পরে যাচ্চি।

এই কথাতে ভবতারিণী কোন উত্তর করিলেন না পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৌ দেখা

শ্যাম সুন্দর বাবুর বাটীর সম্মুখে এক বৃহৎ উদ্যান, উদ্যানটীর চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত; ভিতরে নানা প্রকার গাছ পালা, মাঝে মাঝে গুল্ম, লতাকুঞ্জ, অতি সুন্দর সুন্দর নানা বর্ণের নানা প্রকার ফুল ফুটিয়া লতায় লতায়, বৃক্ষে বৃক্ষে শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে আম কাঁঠাল, জাম, বকুল, দেবদারু, ঝাউ ইত্যাদি অনেক রকম গাছ—চারিদিকে রাস্তা, মাঝে মাঝে মনোহর ঘাট বাঁধান সরোবর,

ঘাটের চাতালে চাতালে ছোট বড় ইষ্টকপ্রস্তর নির্ম্মিত বসিবার আসন—তন্মধ্যে একটী আসনোপরি এলোকেশী ও মুক্তকেশী দুই ভগ্নিতে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। এলোকেশী মুক্তকেশীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মুক্ত তোর শাশুড়ী এখন তোকে কেমন ভাল বাসে?"

মুক্ত। সে কথা আর বলোনা দিদি? অমায় যেন গুড়পানা ভাল বাসে?

এলো। কেন—আগুতে শুনেছিলাম তোকে বড় ভাল বাসে—এখন আবার কি হলো?

মুক্ত। চিরকালই সমান, আগে ছেলেমানুষ ছিলাম, তাই কিছু বল্‌ত না এখন বলে কি "তোর ছেলে হল না, আমি অমুকের বে দেব।"

এলো। তুই কি বলিস্?

মুক্ত। আমি আর কি বল্‌ব, চুপ করে থাকি।

এলো। কেন তুই বলতে পারিস্ না বিবাহ দিতে?

মুক্ত। তা হলে আর আমাকে বাঁচ্‌তে হবে না, টুপ করে খেয়ে ফেলবে।

এলো। কেন রাক্ষসী নাকি?

মুক্ত। তা অবার বল্‌তে, কেবল ধরে মাত্তে বাকি রাখে।

এলো। অচ্ছা তোকে এত যাতনা দেয় গোপাল বাবু কিছু বলেন না?

মুক্ত। তিনি আর মাকে কি বলবেন, আমি যখন কাঁদি কাটী না খেয়ে পড়ে থাকি, তখন আমাকে বলেন "তুমি কেন কাঁদ, আমি বিবাহ না কর্‌লে ত মা দিতে পার্‌বেন না, তুমি এই সকল জেনেও কেন পাগ্‌লামি কর, মাকে আমি ত আর কিছু বলতে পার্‌ব না"।

এলো। তবে গোপাল বাবু তোকে খুব ভাল বাসেন?

এই কথা শুনিয়া মুক্তকেশী লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া রহিল পরে

এলোকেশী পুনরায় বলিলেন "তবে আর তোর ভাবনা কি, রাঁধুনীর সঙ্গে ভাব থাক্‌লে ভোজনের দুঃখ কি"?

এই কথা শুনিয়া মুক্তকেশী একটু হাঁসিয়া বলিলেন "যদি বুগ্‌ড়ী চাল হয়"?

এলো। তা হলে তরকারিতে পেট ভরাবি?

মুক্ত। তা'কি হয় তরকারী খেয়ে কত দিন থাক্‌ব?

এলো। আর এক হাঁড়ি বুগ্‌ড়ী চাল আছে বৈত নয়, যে কয়েক দিন সেই চাল না ফুরায় সেই কয়েক দিন একটু কষ্ট করে থাক পরে ফুরালেই সুখ হবে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়, বাজনা বাদ্যের কোলাহল তাহাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। তাঁহারা আনন্দে পুলকিত হইয়া তদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বর এলো বর এলো বলিয়া গোল পড়িয়া গেল, সকলে বৌ দেখিতে গমন করিলেন। বরমাতা পুত্র পুত্রবধূ বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। প্রতিবাসিনীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেহ বলিলেন—ও বোমা একবার দেখি মুখ তোল ত মা—তার মধ্যে এক জন বৃদ্ধা বলিলেন, "ও ভাই নাত্‌ বৌ, একবার ঘোম্‌টা খুলে চেয়ে দেখ; আমায় দেখে লজ্জা কর না, আমি তোমার ঠান্‌দিদি হই"

এই কথা শুনিয়া আর এক জন বলিল, "তোমার কথাতেই বুঝা গেছে যে তুমি ঠান্‌দিদি হও আর বলে জানাতে হবে না, বোমা আমাদের বোকা মেয়ে নন্—তাহাতে বৃদ্ধা উত্তর করিল, "বোকা হলেই কি বোকা থাক্‌বে, আমার সঙ্গে দুই দিন কথা কইলেই সেয়ানা হবে।"

এই কথা শুনিয়া মুক্তকেশী ঠাট্টাচ্ছলে বলিল "এমন ঠান্‌দিদি থাক্‌তে আবার ভাবনা, ভ্যাড়া মানুষ হয়, বোকা সেয়ানা হবে তার আবার আশ্চর্য্য কি?"

ঠান্‌দিদি। সেটিতো তুমি বেশ যান, তার সাক্ষি দেখ গোপাল কি ছিল, আর কি হলো, আগে ভ্যাড়া ছিল, আমার হাতে পড়ে মানুষ হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের ভাব।

মতিলাল বাবুর বাটীর পশ্চাতভাগের উদ্যানে আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত ভবতারিণী একটী বৃক্ষতলে বসিয়া অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছেন, বোধ হয়, প্রাণের প্রিয়তম ভুবনমোহিনী আজ শ্বশুরালয় হইতে আসিবে তাহাই ভাবিতেছেন, কিন্তু মুখ দেখিলে বোধ হয় এ ভাব সে ভাবের নহে। ইহা অন্যপ্রকার ভাব, যৌবনে যে ভাব উপস্থিত হয় ইহা সেই ভাব। ইহা প্রণয়ের ভাব, যৌবন সুলভ প্রণয় আজ্ ভবতারিণী হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ইনি কাহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার রূপরাশি মনে মনে ধ্যান করিতেছেন?—বলা বাহুল্য যে ভবতারিণী উমাপতির রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার করে আত্ম সমর্পণ করিতে বসিয়াছেন। হায় হায় প্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! প্রেম সজীবকে নির্জীব করে, নির্জীবকে সজীব করে; এই পৃথিবীতে কত লোক প্রেমের কুহকে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, কত লোক ইহার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া জনক, জননী আত্মীয়বর্গ পরিত্যাগ করিয়া বিজনে বাস করিতেছেন; কত লোক বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অহরহ ইহার ভাবনা ভাবিতেছেন, ইহ সংসারে প্রেমই সুখ দুঃখের মূল, যাহার বিচ্ছেদ উপস্থিত তাহার পক্ষে প্রিয়, আর, সুখজনক বস্তু কিছুই নাই, কেবল প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ ভাবনাই তাঁহার পক্ষে সুখকর। এই পৃথিবীতে প্রেম অনেক প্রকার:—কেহ রূপে মুগ্ধ হন,

কেহ ধনে, কেহ বা যৌবনে মুগ্ধ হন। কিন্তু দাম্পত্য প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নবযৌবনা রূপবতী কামিনীকে দেখিয়া কাহার মন বিচলিত না হয়? যদি এক জন সামান্য পর্ণশালা নিবাসী দরিদ্র ব্যক্তি—যিনি সুন্দর কাহাকে বলে তাহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর, তিনি যদি কোন সুন্দরী কামিনীকে দেখেন তাহা হইলে তিনি বারেক বলেন আহা কি সুন্দর রমণী,—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যদি আপনার কুৎসিতা স্ত্রীকে দেখেন তাহা হইলে কোথায় বা সুন্দরী আর কোথায় বা তাহার রূপ সকলি ভুলিয়া গিয়া সেই কুঁদ ফুলের ন্যায় মুখের দিকে আনন্দমনে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, ইহাকেই আমরা যথার্থ প্রেম বলিয়া থাকি। পাঠকগণ বলুন বা নাই বলুন, পাঠিকাগণ অগ্রেই বলি-বেন যে পরস্ত্রীকে ভাল বলিয়া তাহার প্রতি কটাক্ষ করিল, সে আবার প্রেমিক কিরূপে? তাহা হইলে সেটি আপনাদের ভ্রমমাত্র। বলুন দেখি কোন ব্যক্তি নয়নরঞ্জন বস্তু দেখিয়া তাহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন, যিনি বিশ্বনিন্দুক তিনিও যদি প্রকাশ্যে না বলেন, তথাপি একবার মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। অতএব ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। যিনি যৌবনে মুগ্ধ হন, তাঁহাদের প্রণয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র, যৌবন ফুরাইলেই মধু-করের ন্যায় অন্য ফুলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যাঁহারা যৌবন অবস্থায় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া দাম্পত্য সুখে কালা-তিপাত করেন তাঁহারাই যথার্থ প্রেমিক ও চিরদিন সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। আমাদের ভবতারিণী আজ সেই প্রেমের কুহকে পড়িয়া হা হুতাশ করিতেছেন। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আজ আমার মন এত চঞ্চল হইতেছে কেন? যাঁহার জন্য মন এত অস্থির হচ্চে সে তো আজ আসিবে, তবে কেন মন এত ব্যাকুল? প্রাণের ভুবন আজ আসিবে—যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি।" ভবতারিণী এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধে বৃক্ষ প্রতি চাহিয়া

রহিলেন, পরে মৃদুস্বরে বলিলেন "সেই মুখখানি কি আর দেখিতে পাব না? আর কি সেই মধুমাখা কথাগুলি শুনিতে পাব না? যাহার জন্য প্রাণ দিবানিশি কাঁদে, তাহার কি আর দেখা পাব না? আহা! তাহার কি কথাগুলি, যাহা শুনিলে মন আনন্দে পুলকিত হয়। আমি যাহার জন্য দিবানিশি কাঁদি, তিনি কি আমার জন্য একবারও ভাবেন না? তিনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, তাঁহার শতগুণ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। আমার এমন কি গুণ আছে যে, তাঁহার সেই দেবতুল্য পবিত্র হৃদয়ে মুহূর্ত্তেকের জন্য স্থান পাই? আহা কোন্ ভাগ্যবতী কত পুণ্য ফলে সেই পবিত্র হৃদয়ের অধিশ্বরী হইবে!

এই কথা বলিতে বলিতে, তাঁহার সেই প্রেমময় নয়ন দুইটী হইতে প্রেমধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

এমন সময়ে পশ্চাদ্ভাগ হইতে ভুবনমোহিনী আসিয়া ভবতারিণীর চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। তাহাতে ভবতারিণী চমকিয়া বলিলেন, "কেও ভুবন বুঝি ছেড়ে দেনা ভাই? একে আমি জ্বালায় জ্বলে মরছি, তার উপর আর ঠাট্টা ভাল লাগেনা। ভুবনমোহিনী চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভব তোমার এত জ্বালা কিসের? এই কয় দিনের মধ্যে কি হলো, যে তোমার ঠাট্টা ভাল লাগেনা? বোধ হয়, তোমার মনে কোন গাঢ় ভাবের উদয় হয়েছে, তা না হলে এরূপ একলা বসে কেন রোদন কর্‌বে?" আচ্ছা বল দেখি, কোন ভাগ্যবান্ তোমার মন অধিকার করিয়াছেন? তাহাতে ভবতারিণী নীরব হইয়া রহিলেন দেখিয়া, ভুবনমোহিনী পুনর্ব্বার বলিলেন "তুমি আমায় এতদিন বল নাই কেন, আমি তোমার মনচোরাকে ধরে দিতাম।"

এই কথায় ভবতারিণী দেখিলেন, ভুবনমোহিনী তাঁহাকে সটেপটে ধরিয়াছেন, আর এড়াইবার উপায় নাই, পরে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন "ভুবন তুমি কখন এলে! আমাকে ডাক্‌তে হয়।" তখন ভুবনমোহিনী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন "আর চাপা দিতে হবে না,

আমি সকল জান্‌তে পেরেছি, কিন্তু তুমি কি করে যে আমার কাছে কথা চেপে রেখেছিলে, তাতে বড় আশ্চর্য্য হতেছি। তুমি যাকে মন সমর্পণ করেছ, এভবে তিনিই ধন্য! এখন্ আর গোপন করিবার আবশ্যক নাই। আমাকে বল আমি তার উপায় করিব।” ভবতারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন “ভুবন তোমায় আমায় অভিন্ন-হৃদয়, তুমি কেন বল না কে আমার মন হরণ করেছে!”

ভুবন। অচ্ছা, আমি যদি বল্‌তে পারি, আমায় কি দিবে?

ভব। আমি তোমায় তাঁকে দিব।

ভুবন। আমি তোমার তাঁকে চাই না, তিনি যাঁর তাঁরই থাকুন; অন্যের প্রয়োজন নাই।

ভব। তবে আর কি দিব।

ভুবন। আমি কিছু চাই না তুমি সত্য বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে।

ভব। আচ্ছা আমি যথার্থ বলিব।

ভুবন। যিনি স্কুল দেখ্‌তে এসেছিলেন্, তিনিই তেমোর মন-হরণ করেছেন।

ভব। কেমন করে জান্‌লে?

ভুবন। গুণ্‌তে পারি!

ভব। সে কথা মিথ্যা, তুমি মন গড়ে বল্‌ছ।

ভুবন। আমি মন গড়ে বলি নাই, আমি শুনেছি।

ভবতারিণী চমকিত হইয়া বলিলেন, তুমি কোথায় শুন্‌লে?

ভুবন। তাতে তোমার ভয় নাই, আমি ভাল লোকের মুখে শুনেছি।

এই কথা শুনিয়া ভবতারিণী ভুবনমোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন্ উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে ভুবনমোহিনী তাহার চিবুকে হস্ত দিয়া বলিলেন “যিনি বলেছেন, তিনি মিথ্যা বলিবার লোক নন।”

ভব। ব্রজনাথ বাবু বুঝি, তিনি কি করে জান্‌লেন ?

ভুবন। তিনি তোমার মনের ভাব কি করে জান্‌বেন ? উমাপতি বাবু তাঁহাকে বলেছিলেন। তিনি আবার আমার কাছে বলেছেন—

ভব। কি বলেছেন!

ভুবন। উমাপতি তাঁকে বলেছেন যে তোমার জন্য তাঁর মন খারাপ হয়েছে।

ভব। তাহাতে বুঝি তুমি আমায় বল্লে!

ভুবন। আমি তোমার সেই দিনকার কথায় জান্‌তে পেরেছিলাম যে, তোমার মন উমাপতির উপর আছে। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার কথা কহিতে সদাসর্ব্বদা ভাল বাসে।

দুই জনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে রাইমণি ও বিনোদিনী আসিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল। রাইমণি বিনোদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন দেখ বৌ, ভুবন এসে কাপড় অবধি ছাড়ে নাই, আগেতে ভবর সহিত দেখা করিতে এসেছে, ইহাদের কি ভালবাসা।

বিনোদ। ওদের এমন ভালবাসা যে ভুবন পাঁচ দিন শ্বশুর বাড়ী-ছিল, ভব আমার পাঁচ দিনই কিছু খায় নাই, আমি কেবল ধরে ধরে খাওয়াইতে বসাতামমাত্র, খেতে কি চায়!

রাই। দুই জনে একবয়সি কিনা, ভুবন কেবল পোনের দিনের বড়, আমি তবু বলি ভুবনকে দিদি বল্‌তে, কিন্তু ভব বলে আমার দিদি বল্‌তে লজ্জা করে।

বিনোদ। তাত হতেই পারে, চিরকাল "ভুবন" বলে আস্‌চে, আজ কি আর দিদি বল্‌তে পারে ?

রাই। দেখ বৌ, আমরা আর ওধারে যাইব না, তুমি এইখান থেকেই উহাদের ডাক।

নবম পরিচ্ছেদ।

দম্পতী।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর গত হইল। দিন যাইতেছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের সুখ, দুঃখ বাড়িতেছে ও কমিতেছে। যত দিন যাইতে লাগিল, শিশুদের মনে জ্ঞানেরও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুবক যুবতীর হৃদয় প্রেমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল, ধর্ম্মাত্মার হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রবল হইতে লাগিল, শোকার্ত্তের শোকের হ্রাস হইতে লাগিল, তস্করের হৃদয়ে ভরসা বাঁধিতে লাগিল।

এক দিবস সন্ধ্যার সময় এলোকেশী ও মুক্তকেশী দুই ভগ্নীতে ছাদের উপর বসিয়া কথোপকথন করিতে করিতে, মুক্তকেশী এলোকেশীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি তুমি কি শুনেছ, আমাদের বো পোয়াতি ?

এলো। আমি তো শুনি নাই, তোকে কে বল্লে ?

মুক্ত। মা খুড়িমাকে বল্‌ছিলেন, তাই আমিও শুন্‌লেম।

এলো। মা কিরূপে জাস্তে পার্‌লেন ?

মুক্ত। হরের মা তত্ত্ব কত্তে গিয়েছিল, সেই এসে বলেছে।

এলো। তার কথা লোকে বিশ্বাস করে ? সে ছোটলোক কেহ ঠাট্টা করে বলে থাক্‌বে, কিন্তু সে বুজ্‌তে পারেনি, এসে বলেছে বো পোয়াতি !

মুক্ত। তাহার কথা শুনে বিশ্বাস হলো না, কিন্তু দাদা শ্বশুর বাড়ী গিয়েছে, এলেই টের পাওয়া যাবে।

এলো। ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, সে কি না বল্‌বে ?

মুক্ত। কেন বোল্‌বেন না ?

এলো। দেখিস্, তখন কি বলে !

মুক্ত। আচ্ছা দেখা যাবে।

এলো। সে কথা আজতো নয়, চল এখন নীচে যাই।

মুক্ত। চল মাকে জিজ্ঞাসা করিগে।

এলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কি হবে, তিনি ত সেই হরের মার কাছে শুনেছেন। তিনিও যা জানেন, তুমিও তাই জান।

মুক্ত। তিনি যদি ভাল রকম খবর পেয়ে থাকেন।

এলো। তবে চল, জিজ্ঞাসা করিগে। এই বলিয়া উভয়ে ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন।

ভাই পাঠিকা! এস দেখা যাক্, ব্রজনাথ শ্বশুরালয় গিয়া কি করিতেছেন। রাত্রি এগারটা বেজে গেছে, জ্যোৎস্নায় চারি দিক আলোকিত, নিশানাথ প্রাণপ্রিয়া কুমুদিনীর প্রতি এক দৃষ্টে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে কৌতুকচ্ছলে মেঘের পার্শ্বে আপনার দেহ লুকাইতেছেন, আবার তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে নব দম্পতি একটী কক্ষ মধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। ব্রজনাথ ভুবনমোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ ভুবন, তোমায় সেই যে বলেছিলাম, উমাপতি ভবতারিণীকে দেখিয়া অবধি তার মন এত খারাপ হয়েছে যে, আর যদি দিন কতক এই রকম থাকে তা হলে হয় ত পাগল হবে, না হয় ত একটী ভয়ানক পীড়া উপস্থিত হবে।

ভুবন। তবে তাঁর কি হবে?

ব্রজ। কি আর হবে, তুমি বাবাকে বল।

ভুবন। আমি কি বল্‌বো যে, ভবতারিণীকে দেখে উমাপতি পাগল হয়েছে?

ব্রজ। না বেশ, তুমি রকম করে বল্‌তে পার।

ভুবন। আমি পারি না! কিন্তু মাকে দিয়ে বলাব।

ব্রজ। তা আর বলাতে হবে না, আমি কাল আপনিই বলিব।

ভুবন। কি বল্‌বে?

ব্রজ। আগে ভবতারিণীর বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, পরে উমাপতির সহিত বিবাহের কথা বল্‌ব। আর দেখ, তোমায় আমি একটী কথা বলি নাই, আজ সেইটী বল্‌ব।

ব্রজ। কি কথা ? ।

ভুবন। তুমি আমাকে বল্লে, উমাপতি খেপেছে, আমি বল্‌ছি ভবতারিণীও উমাপতিকে দেখে পাগল হয়েছে। আগে আমি চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন আর পার্‌লাম না। যত বয়স বাড়ছে, প্রেম তত গাঢ় হচ্চে। আগে বোঝালে চুপ করে থাকৃত, এখন বলে আমায় বুঝালে আর কি হবে, আমার মন আর বোঝেনা।

ব্রজ। এটি কি যথার্থ ?

ভুবন। আমি কি তোমায় মিথ্যা বলিলাম।

সেই আমাদের যে দেখ্‌তে এসেছিল, সেই দেখাতেই মুণ্ডপাত হয়েছে। এই কথা শুনিয়া ব্রজনাথ ভুবনমোহনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। "আচ্ছা ভুবন! তোমাদের স্কুলে যখন দেখ্‌তে এসেছিলাম, তখন চিন্তে পেরেছিলে ?"

ভুবন। সে সময় পারি নাই, কিন্তু এখন বেশ চিন্তে পেরেছি।

ব্রজ। আচ্ছা যদি পার্‌তে তা হলে কি কত্তে! দেখা দিতে না ?

ভুবন। তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু আমি ভাল করে দেখে নিতাম।

ব্রজ। কেন এখন পস্তাচ্চ নাকি !

ভুবন। পস্তান কি রকম ?

ব্রজ। আমাকে মনে ধরেনি, আগে যদি দেখ্‌তে, তাহা হলে বিবাহ করিতে চাহিতে না।

ভুবন। সে তোমারা বল, স্ত্রীলোকে কখন বল্‌তে পারেনা, আর বলেও না।

ব্রজ। তোমার বড় আপ্‌শোষ হয়েছে, না হয় বল বিবাহ ফিরিয়ে দি; যাকে মনে ধরে বিবাহ কর আক্ষেপ থাকে কেন ? ভুবন-

মোহিনী একটু রাগত স্বরে বলিলেন "তোমাদের বুঝি তাই ইচ্ছা, প্রতিদিন নূতন নূতন স্ত্রী হয় সেই ইচ্ছা"।

ব্রজনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আর লজ্জায় কাজ কি! ভুবন-মোহিনী লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন আমায় ঘুম পেয়েছে। আমি ঘুমাইগে রাত্রি, অধিক হয়েছে।

ব্রজ। কেন তোমার কষ্ট হচ্চে নাকি?

ভুবন। তোমার অসুখ করবে।

ব্রজ। তা কি করব, প্রতিদিন ঘুমাই, না হয় নাই ঘুমালুম।

ভুবন। তবে তোমার যা খুসী কর, আমি আর কিছু বল্‌ব না। এইরূপ কথপোকথনের পর উভয়ে শয়ন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কামনা সিদ্ধ।

রাত্রি প্রভাত হইল। কাকেরা দ্বারে দ্বারে প্রভাত বার্ত্তা জানাইতে লাগিল। কাকের কলরবে, সূর্য্যদেবের ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি বেগে রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিয়া, কাকদিগকে ভৎর্সনা করিতে করিতে পূর্ব্ব গগনে উদিত হইলেন। ক্রমে বেলা ৮ টা বাজিল। মতিলাল বাবু হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া খাতাপত্রাদি লইয়া হিসাব নিকাশ করিতে বসিলেন; এমন সময় আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত রমানাথ ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিলাল বাবু আপনার কার্য্যে ব্যস্ত,—কে আসিল তাহা দেখিলেন না। ঘটক মহাশয় পশ্চাৎ ভাগে উপবেশন করিলেন, পরে অবসর পাইয়া, মতিলাল বাবুকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আমাকে কি ডাকিয়া পাঠান হয়েছিল? মতিলাল বাবু ফিরিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, একটু বসুন,

বল্‌ছি। এই বলিয়া পুনরায় আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ঘটক মহাশয় হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। মতিলাল বাবু আপনার কার্য্য কতক পরিমাণে শেষ করিয়া বলিলেন, আমার ভাগ্নীটী বিবাহের যোগ্যা হইয়াছে। একটী পাত্রের জন্য আপনাকে ডাকান হইয়াছে; আপনার সন্ধানে কি ভাল পাত্র আছে? ঘটক মহাশয় আপনার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে বলিলেন "কেন মহাশয়! আপনার জামাতাটী কি ভাল হয় নাই; আমি ভোলানাথ ঘটকের মতন ঘটকালী করি নাই, একবার যাহা বলি, তাহার কি তঞ্চক হবার যো আছে!

মতি। কেন মহাশয়, ভোলানাথ ঘটক কি করেছিল?

এই কথা শুনিয়া ঘটক মহাশয় অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন, মহাশয়! সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না, এক দিন একটা ঘাটের মড়া তুলে নিয়ে গেছে খড়দগ্রামে বিবাহ দিতে; মহাশয় বলব কি, তাকে ফেলে দিলেই হয়। বর নিয়ে ঘটক সভায় বসিবামাত্র পাড়ার যত ছেলে ছিল, সকলে এসে বরকে ঘেরে বস্‌লো। তার মধ্যে একজন ডেঁপোগোচ ছোঁড়া বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি হ্যা" বর উত্তর করিল "আমার নাম মদনমোহন চাটুর্য্যে," আর এক জন ছোঁড়া বরকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ঠাকুরের নাম কি?" বেটার ছেলে এমনি মূর্খ যে, পিতাকে যে ঠাকুর বলে তা সে জানে না; ঠাকুরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সেত গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিল। একে একে সমস্ত ঠাকুরের নাম মনে করিল, কিন্তু একটী মন্‌সা গাছ ভিন্ন অন্য কোন ঠাকুর তাহার বাড়ীতে ছিল না, কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে বল্লে "আমার ঠাকুরের নাম, মা মন্‌সা" যেমন বলেছে মা মন্‌সা, যতগুলি লোক ছিল, সকলেই হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারি মধ্যে এক জন গেরম্ভারি গোছ লোক ছিল, সে সকলকে থামাইয়া আপনি কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া আবার বরকে জিজ্ঞাসা

করিল, "তোমরা স্বভাব না ভঙ্গ ভাব" এই কথা শুনিয়া বর মহাশয় মনে কল্লেন যে, আমি ত মনসা গাছটী ভেঙ্গেই এনেছিলাম, কাজেই অমনি বলে বসলেন "ভঙ্গভাব।"

এই কথা শুনিবামাত্র, সকলে ভোলানাথ ঘটককে পিড়াপিড়ী করিয়া ধরিয়া বসিল—ঘটক কি কল্লেন, সকলের পিড়াপিড়ীতে বলিলেন "আমি জানি উহারা নৈকষ্য কুলীন, আচ্ছা, আমার কথা তোমরা না বিশ্বাস কর, উহাকেই ভাল করে জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি প্রথমে কোথায় ভাঙ্গেন।" সকলেই ঘটকের কথায় সায় দিয়া, আবার বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ হে বাপু, তুমি প্রথমে কোথায় ভাঙ্গ," এই কথা শুনে বর শুয়েছিলেন, অমনি তাড়াতাড়ি উঠে বসে বল্লে, "পাঁচু ঠাকুর-দাদার পগারে।"

ভোলানাথ ঘটক বরের কথা শুনেত পালাতে পথ পান না। তা মহাশয় আমরা সে রকম ঘটকালী করি না। মতিলাল বাবুর বৈটকখানায় যে কএক জন কর্ম্মচারী ছিল সকলেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এক জন কর্ম্মচারী না হাসিয়া, ঘটক মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় আপনার শেষ কথাটা আমি ভাল বুঝ্তে পারলাম না। তাহাতে ঘটক মহাশয় কিঞ্চিত হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন "এটা বুঝ্তে পারলেন না—পাঁচু নামে ওঁদের এক ঠাকুরদাদা ছিল, তাহার পগারের দিকে একটী মনসা গাছ হয়েছিল, সেই মনসা গাছের একটী ডাল ভেঙ্গে এনে আপন বাড়ীতে পূজা কত্তো—যখন সকলে বরকে প্রথম ভাঙ্গার কথা জিজ্ঞাসা করে অমনি অম্লান মুখে বল্লে "পাঁচুঠাকুরদাদার পগারে।"

মতি। তাই জন্য ত আপনাকে ডাকা হয়েছে, না হলে অন্য লোক সন্ধান করাতাম।

ঘটক। আচ্ছা আমি দেখ্ব—যেখানে ভাল পাত্র পাব আপনাকে এসে বল্ব।

মতি। এখন কি আপনার সন্ধানে ভাল পাত্র নাই?

ঘটক। একটী আছে কিন্তু বোধ হয় আপনাদের ঘরে মিল্‌বে না, তাদের বীরভদ্রি থাক্।

মতি। না, আমরা বীরভদ্রি থাকে মেয়ে দিতে পারি না।

ঘটক। তাই জন্যত আমি আপনাকে বলি নাই, আচ্ছা মনে ভেবে দেখি আর কোথাও আছে কি না। এই কথা বলিয়া ঘটক মহাশয় করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মতিলাল বাবু চাকরকে তামাক দিতে বলিলেন—সে তামাক দিয়া চলিয়া গেল—মতিলাল বাবু খাইতে লাগিলেন; তখনও ঘটক মহাশয় সেই ভাবে আছেন, পরে যখন মতিলাল বাবু বলিলেন, "মহাশয় তামাক খান," তখন ঘটক মহাশয়ের চট্‌কা ভাঙ্গিল, "আজ্ঞে খাই" বলিয়া হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ব্রজনাথ আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মতিলাল বাবু দেখিবামাত্র বলিলেন "এস বাবা এস, মুখ ধোওয়া হয়েছে?"

ব্রজ। আজ্ঞে হ্যাঁ মুখ ধোওয়া হয়েছে।

ঘটক মহাশয় তামাক খাইয়া মতিলাল বাবুর হস্তে হুঁকা প্রত্যার্পণ করিয়া বলিলেন "মহাশয় এখন মনে পড়্‌ছে না, আমি দুই তিন দিন পরে এসে বলে যাব—তবে এখন অনুমতি করেন ত আসি।"

মতি। আচ্ছা তবে আসুন, কিন্তু যত শীঘ্র হয় চেষ্টা কর্‌বেন।

পরে ব্রজনাথ মতিলাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, ঘটক এসেছিলেন কেন?

মতি। আমি ভবতারিণীর বিবাহের জন্য ডাকয়ে পাঠিয়েছিলাম।

ব্রজ। কোথায় স্থির হলো কি?

মতি। এখন কোথাও স্থির হয় নাই, পাত্র দেখ্‌তে বলে দিলাম।

ব্রজ। কোথাও থেকে কি আসে নাই?

মতি। আশ্চে বৈকি, কিন্তু মিল্‌চে না, কোনটা ভাঙ্গা, কোনটা ছেলে ভাল নয়, এই রকমের জন্য স্থির হয় নাই, না হলে কি এত দিন থাকে? আমরা মেল আস্ত করে মন্দ বংশে দিতে পারি না আমাদের খবর পেলেই হবে।

ব্রজ। আচ্ছা মহাশয় আমার একটী বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে কেন দিন না।

মতি। তোমার দেশে কি বাড়ী?

ব্রজ। বোধ হয় আপনি দেখে থাকবেন।

মতি। কে বল দেখি?

ব্রজ। সেই যিনি আমার বিবাহের সময় এখানে এসেছিলেন।

মতি। নাম কি?

ব্রজ। উমাপতি।

মতি। পিতার নাম কি?

ব্রজনাথ একটা [illegible]

মুখোপাধ্যায়।”

মতি। পিতা নাই মাতা আছেন?

ব্রজ। আজ্ঞে হাঁ মাতা আছেন, আর অভিভাবকের মধ্যে দুই মামা আছেন—তাঁরাই বিষয়পত্র দেখেন।

মতি। ছেলেটী কি পড়ে?

ব্রজ। ডাক্তারি পড়্‌ছেন, এইবার ডাক্তারিতে পাশ দিবেন।

মতি। তবে তুমি তাঁদের মত জান, আমি সেই খানেই দিব।

ব্রজনাথ মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ্যে বলিলেন “আপনার ত দিবার মত আছে, আমি তাঁর মামাদের মত করাতে পার্‌ব।”

মতি। আমার আর মতামত কি—তুমি ভাল বোঝ ত সেই খানেই হবে।

ব্রজ। আপনার তবে অমত নাই ?

মতি। যে রকম শুন্‌ছি তাতে আমার অমত নাই, তবে ঘর মিল্‌লেই দিব।

ব্রজ। তাহারাও নৈকষ্য সর্ব্বানন্দ মেল, কেনই বা মিল্‌বে না ?

মতি। যদি নৈকষ্য আর সর্ব্বানন্দ মেল হয়, তুমি দেখ আমি সেই খানেই এই মাঘ মাসেই বিবাহ দিব।

ব্রজ। এই মাঘ মাসে বিবাহ হতে পারে না ?

মতি। কেন ?

ব্রজ। আপনাকে আর এক বৎসর কাল অপেক্ষা কর্‌তে হবে। এই তিন মাস হলো, তাঁর পিতার কাল হয়েছে, কালা অশৌচ না গেলে ত বিবাহ হতে পারে না।

মতি। ভব বড় হয়েছে, আর রাখা ভাল দেখায় না।

ব্রজ। আপনি আর ৯ মাস রাখুন তাহার পর বিবাহ দিবেন !

মতি। হাঁ রাখ্‌তে পারি যদি সেই খানেই বিবাহ হয়, না হলে [illegible] থাক্‌বে, আর তাঁরা একটী ভাল পাত্রী পেলেই সেই খানেই স্থির করবেন, সেটাত যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

ব্রজ। তার জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না, আপনি দেখে স্থির করে রেখে দিন, পরে বিবাহ কার্য্য সমাধা হবে।

মতি। আচ্ছা তবে তুমি তাহার মামাদের মত জান, আমি দেখে স্থির করে রাখ্‌তে রাজি আছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের কান্না।

একে গ্রীষ্মকাল তাহাতে আবার বেলা দুই প্রহর অতীত—সূর্য্যদেব মস্তকোপরি তীক্ষ্ণ রশ্মিজাল বিস্তার করিতেছেন, পথিকেরা রৌদ্র দেখিয়া চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলায় কিম্বা বৃক্ষের কোঠরে আশ্রয় লইতে লাগিল। রৌদ্র এত প্রখর যে কেহ গৃহের বাহির হয় না।

এমন সময় উমাপতি আপনার বৈঠকখানায় এক খানি চিয়ারের উপর বসিয়া কি ভাবিতেছেন—এক এক বার হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া অনন্য মনে দ্বারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছেন—ভাবে বোধ হইল তিনি যেন কাহার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় ব্রজনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উমাপতি ব্রজনাথকে দেখিবামাত্র বলিলেন "ব্রজ এসেছ, আমিও এই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম।"

ব্রজ। কেন?

উমা। ডাক্তে।

ব্রজ। কেন আমিত বলে পাঠিয়েছিলাম, দুই প্রহরের পর আস্‌ব।

উমা। তা বলেছিলে বটে, কিন্তু একটা বেজে গেছে।

ব্রজ। আমি অনেকক্ষণ এসেছি কিন্তু তুমি যে চিন্তায় মগ্ন তা, আমায় দেখ্‌তে পাবে কি? তুমি তোমাতে ছিলে কি না সন্দেহ। তবে যদি বল ফুল এখন অগাধ জলে তবে নাচার—আর দেখ ভাব্‌লে আর কি হবে—ফুল ফুট্‌লেই বিয়ে হবে।" এই বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

উমাপতি ব্রজনাথের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না বলিলেন "দ্যাখ ব্রজনাথ তুমি কি আমায় ঠাট্টা কত্তে এসেছ?

ব্রজ। ঠাট্টা কিসের।

উমা। তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল?

ব্রজ। যে কথা ছিল আমি তা সম্পন্ন করেছি!

উমা। কি হলো?

ব্রজ। হবে আর কি—কার্য্যোদ্ধার।

উমা। তেমন ত অনেক দিন থেকেই হয়েছে, তোমার স্ত্রী কন্যাকর্ত্রী আর তুমি বরকর্ত্তা।

ব্রজনাথ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "নাহে না, এ তা নয় এ আমার শ্বশুরের সঙ্গে কথা, তিনি এক রকম ঠিক করেছেন, তবে কিনা একটু গোল আছে।

উমা। তুমি যে গোল ছাড়া কথা কও না দেখ্‌ছি, যদি তোমার শ্বশুরের মত থাকে তবে আর কিসের গোল?

ব্রজ। তোমার মার আর তোমার মামাদের মত হলে তবে হবে।

উমা। আমার মত হলেই হবে, তা আমার মত আছে, মামাদের মত না হবে তাতে কিছু ক্ষতি হবে না।

ব্রজ। তোমার মার মত চাইত?

উমা। আমার মতেই মার মত, আমার মত আছে শুন্‌লে তিনি কখন অন্যমত কর্‌বেন না।

ব্রজনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন "তা আমি জানি তিনি আমায় বলেছেন তাঁর মত আছে।"

উমা। তবে আর বিলম্ব কেন, তুমি তোমার শ্বশুরকে সংবাদ দাও তিনি এসে দেখে শুনে ঠিক করে যান।

ব্রজ। এত ব্যস্ত কেন এই বৎসর ত আর হবে না।

উমা। কেন?

ব্রজ। তোমাদের কালা অশৌচ না গেলে কি করে হবে।

উমা। তবে কি হবে?

ব্রজ। কিন্তু আমার শ্বশুরের ইচ্ছা যে একবার দেখা শুনা করে

আমাদের উমাপতি বাবু সেইরূপ ভবতারিণীকে লইয়া আপনার প্রণয় সাগরে খেলাইতে লাগিলেন। ভবতারিণী সন্ন্যাসীর বারম্বার এইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন "জননীকে ছেলেরা কি বলে থাকে ?"

উমা। 'মা' বলিয়া থাকে।

ভব। তবে প্রথম অক্ষরের সহিত যোগ করুন।

উমাপতি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন "উমা," "তবে কি উমাচরণ" তাহাতে ভবতারিণী বলিলেন 'চরণ' ছেড়ে দিন—স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে কি বলে থাকে ?

উমা। ভর্ত্তা

ভব। কেন আর কি কিছু হতে পারে না ?

উমা। পারে—পতি।

সন্ন্যাসীর মুখ হইতে এই কথাটি নিসৃত হইবামাত্র ভবতারিণী বদন অবনত করিলেন, পরে সন্ন্যাসী তাঁহার ভাব গতিক বুঝিতে পারিয়া বলিলেন ওহো এইবার বুঝেছি—"তোমার স্বামীর নাম উমাপতি!" তাহাতেও ভবতারিণীর উত্তর পাইলেন না দেখিয়া উমাপতি ভবতারিণীকে বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া বলিলেন "ভব আমিই সেই হতভাগা উমাপতি আমি মনে করে ছিলাম যে আমিই তোমাকে ভাল বাসি কিন্তু তুমি যে আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবে তা আমি জান্‌তাম না" ভবতারিণী সন্ন্যাসীর মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দুঃখে সন্ন্যাসী হয়েছিলে ?

উমা। তোমার দুঃখে।

ভব। কিসে ?

এই কথা শুনিয়া উমাপতি বলিতে লাগিলেন, "যখন দেখ্‌লাম আমার ব্রজনাথ অকালে প্রাণত্যাগ করেছে তখন আর তোমাকে পাবার কোন আশা রইল না। এই ভেবে আমি সংসার যাত্রা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী রূপ ধারণ কর্‌লাম।"

ভবতারিণী উমাপতির মুখে ব্রজনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন "তিনি জীবিত আছেন।"

উমা। তোমায় কে বল্লে?

ভব। আমি দেখে এসেছি। এই বলিয়া ব্রজনাথের ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বর্ণন করিলেন।

এইরূপ কথোপকথনে সে রাত্রি গাড়ীতেই কাটিয়া গেল, পর দিন বেলা তিনটার সময় গাড়ী আসিয়া দুলাল দাসের ফটকে লাগিল, ভবতারিণী গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

কাদম্বিনী ও দুলাল দাস তাঁহারি কথা আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভবতারিণী আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কাদম্বিনী ভবতারিণীকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া, সজল নয়নে ভবতারিণীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "মা ভব আমরা তোমার বিস্তর অনুসন্ধান করেছিলাম কিন্তু কার্য্যসিদ্ধ কর্‌তে পারি নাই। তুমি কি করে ডাকাতদের হাত হতে উদ্ধার হলে আমাদের সবিশেষ বলে উৎকণ্ঠা দূর কর।" ভবতারিণী সমস্ত বর্ণনা করিলে পর, দুলাল দাস ব্যস্ততা সহকারে ভবতারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?"

ভব। বাহিরে।

দুলাল দাস বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলেন উমাপতি সদর দরজায় বসিয়া রহিয়াছেন। দুলাল দাস উমাপতিকে বৈঠকখানায় বসাইয়া বলিলেন "বাবা ডাকাত পড়াতে আমাদের উপকার বই অপকার হয় নাই। কারণ তোমাকে পেয়ে আমাদের যথেষ্ট হয়েছে আমার ইচ্ছা তোমার বিবাহ কার্য্য এইখানেই সুসম্পন্ন করি" তাহাতে উমাপতি দ্বিরুক্তি করিলেন না। দেখিয়া দুলাল দাস দিনস্থির করিয় আপনার বাটীতেই শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে কিছু দিন যায়, একদিন উমাপতি স্বদেশ যাইবার নিমিত্ত দুলাল দাসের নিকট প্রার্থনা করিলেন দুলাল দাস তাহাতে অস্বীকার না করিয়া আপনার শুদ্ধ তাঁহাদের সহিত যাইবেন স্বীকার করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই উমাপতি তাঁহাদের সকলকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য ভবতারিণীর মাতা প্রভৃতির আনন্দের আর সীমা রহিল না।

সম্পূর্ণ।

কথাবার্ত্তা স্থির করে রাখা। তার মানে এই যে, পাছে তুমি আর কোন ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে বসো।

উমা। "দেখ বিজু তুমি নিশ্চয় জেনো আমি ভবতারিণী ভিন্ন আর কাকেও বিয়ে করব না, যদি ভবতারিণীর অন্য কোথাও বিবাহ হয় তুমি বেশ জেনো উমাপতিও এ পৃথিবী ত্যাগ করবে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হইতে লাগিল—এই দেখিয়া ব্রজনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "দেখ উমাপতি আমি তোমার মনের ভাব অনেক দিন জেনেছি, কিন্তু দেখছিলাম, তুমি তোমার মনোমোহিনীর উপর কিরূপ আসক্ত। আর দেখ ভাই ভুবন বলে কি, 'স্ত্রীলোকের হৃদয় ও পুরুষের হৃদয় সমান নহে তোমার উমাপতি বাবু শুধু ভাবেন কিন্তু আমাদের ভবতারিণী আবার কাঁদে' এবার বেশ জানলেম দুই সমান, কেহ উনিস বিশ নহে। আমার বড় ইচ্ছা হচ্চে যে তোমার চক্ষের জল শুকাতে না শুকাতে একবার ভুবনকে দেখাই তা হলেই জানতে পারিবেন উমাপতি প্রেমিক কি না।" উমাপতি চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "তুমি কেবল ঠাট্টা ভাল বাস বৈত নয়।"

ব্রজ। আমি ঠাট্টা করি নাই যথার্থ বলছি, ভবতারিণীও তোমার ন্যায় তোমার জন্য পাগল।

উমা। দেখ ব্রজ আমি কেবল মনে করেছিলাম আমিই ভাবি, কিন্তু ভবতারিণী যে আমার জন্য ভাবেন তা জানতাম না—আচ্ছা ভাই, কি করে সেই সুকুমার দেহ রাজ্যে চিন্তারূপ দস্যু বাস করতেছে? ব্রজনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রাজা না থাকলেই রাজ্য অরাজক হয় ও দুষ্ট লোকে অত্যাচার করে, কিন্তু তুমি যখন সেই সুকুমার দেহ রাজ্যের অধীশ্বর হবে তখন তারা দেশ পরিত্যাগ করবে। আর তুমি সুখে রাজ্য করবে।"

উমা। তবে তোমার শ্বশুরকে চিঠি লেখ, তিনি এসে এক দিন ঠিক করে যান।

ব্রজ। তা আর বল্‌তে হবে না, আমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছি। এইরূপ কথোপকথনে পাঁচটা বাজিল এবং উভয়ে বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুতিকা গৃহ।

সন্ধ্যা হয় হয়—সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন, কাকেরা কাকা রবে আপনার কুলাভিমুখে আগমন করিতেছে—এমন সময় ছাদের উপর বসিয়া ভবতারিণী নিজ হস্তে গণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ক্রন্দনস্বরে গাহিতে লাগিলেন।

গীত।

কোথা হে অধিনীর ধন।
তোমা বিনে প্রাণ মম, কাঁদিতেছে অনুক্ষণ॥
তুমি মম প্রাণপতি,
তোমা বিনা এ দুর্গতি,
কভু নাহি অন্যে মতি, তবচিন্তা সর্ব্বক্ষণ॥
অধিনী তোমার দাসী,
তবপ্রেম অভিলাষী,
মন দুঃখে সদা ভাসি, কর দুঃখ নিবারণ॥

গানটী শেষ হইলে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন সন্ধ্যাদেবী আপনার ক্ষমতা প্রভাবে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিতেছেন। নিশাকান্তর প্রফুল্ল বদন দেখিয়া মেঘের অন্তরাল হইতে মুখ বাড়াইয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছেন আবার লুকাইতেছেন। ভবতারিণীর এ সকল কৌতুক ভাল লাগিল না রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে রোদন সম্বরণ করিয়া দেখিলেন- রাত্রি দুই দণ্ড অতীত। অবশেষে

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আজ আমার কি হয়েছে? আমার মন এত ব্যাকুল কেন, প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছে; ডাকছেড়ে কাঁদে ইচ্ছা হচ্চে, আমারত এরূপ কখন হয় নাই, আজ তবে কেন এরূপ হচ্চে? বোধ হয় ভুবনকে অনেকক্ষণ দেখি নাই বলে মন এত অস্থির হয়েছে। তবে যাই ভুবন কি করচে দেখিগে" এই বলিয়া ভুবনের উদ্দেশে গমন করিলেন। ভুবনের গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিলেন, ভুবন সন্তানকে স্তনপান করাইতেছেন।

ভবতারিণী সূতিকা গৃহের দ্বারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভুবন খোকা কেমন আছে—কথা কচ্চনা যে? আমি এতক্ষণ আসি নাই বলে কি রাগ করেছ?" ভবতারিণীর এই কথা শুনিয়া ভুবন-মোহিনী বলিলেন "রাগ করব না? তুমি যদি একলা থাক আর আমি যদি না যাই, তাহলে তুমি কি রাগ কর না? আচ্ছা ভব তোমার এমন কি কাজ ছিল যে, তুমি একবারও এখানে আসতে পার নাই।" ভবতারিণী কথা চাপিয়া বলিলেন "আমি ঘুময়ে পড়েছিলাম, যা' হক তার জন্য তুমি কিছু মনে করো না।"

ভুবন। "দেখ ভব আমি যথার্থ বল্‌ছি কিছু মনে করি নাই, তবে কিনা তুমি যে আমায় দেখে কথা গোপন করতে চেষ্টা কর তাতে আমার বড় দুঃখ হয়।" এই কথা শুনিয়া ভবতারিণী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য ভুবন কি করেই টের পায়;" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কৈ না আমিত তোমায় দেখে কথা গোপন করতে চেষ্টা করি নাই। ইটিও ভাই তোমার মনগড়া কথা" ভুবনমোহিনী হাসিতে হাসিতে বলি-লেন, "আচ্ছা বেশ, আমারি যেন মনগড়া কথা হলো, কিন্তু ভাই তোমারত ঘুমের মতন মুখ দেখাচ্ছে না, যেন কত কি ভাব্‌ছিলে—তার জন্য ভাবনা কি ভব, এই সামান্য বিষয় নিয়ে এত ভাব্‌লে কি হবে।" পাঠক আমা-দের সুচতুরা ভুবনমোহিনীর কাছে কথা চাপিয়া রাখা বড় সহজ ব্যাপার নয়, কাযে কাযেই ভবতারিণী আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, বলি-

লেন "দেখ ভুবন তোমার কাছে বারম্বার কথা চেপে রেখেছি বলে আমায় মাপ কর। ভুবন তোমায় বল্‌তে কি তাঁর নাম, ধাম, জাতি, কুল না জেনে আপনার জীবন মৃত্যুর ভার তাঁর হাতে দিয়েছি, ইটিওকি তোমার সরল মনে সামান্য ঠেক্‌চে ভুবন ?" এইবার ভুবনমোহিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন পরে বলিলেন "দেখ ভব, আমি সব জানি, তাই জন্য তোমার ভাবনায় আমার ভাবনা হয় নাই তোমার বিবাহের যে সব ঠিক হয়েছে তাকি তুমি শুন নাই ? কেবল একটী কারণের জন্য বিবাহটি স্থগিত রইল; তোমার মনচোরার নাম উমাপতি—জাতি কুল অতি উৎকৃষ্ট, তার জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই।"এই কথা শুনিবা-মাত্র ভবতারিণীর বদন প্রফুল্লিত হইল, নয়ন দুইটী আনন্দ অশ্রুতে ভাসিতে লাগিল, তিনি গদগদস্বরে বলিলেন "তুমি কি এত দিন তামাসা দেখ্‌ছিলে, তা না হলে আমায় এ কথা বল নাই কেন ?" ভুবনমোহিনী মৃদুস্বরে বলিলেন "দেখ্‌ছিলাম তুমি কি কর, তাই জন্য বলি নাই।"

ভব। আচ্ছা ভুবন কত দিনের জন্য স্থগিত রইল ?

ভুবন। কি বে? ছয় মাসের জন্য।

এই কথা শুনিয়া ভবতারিণী কথা কহিতে না পারিয়া এই গানটী গাহিলেন।

গীত।

কিরূপে সজনি এ দুঃখ রজনী
নিমিষে পোহাবেরে,
না হেরে বয়ান আকুল পরাণ
কাঁদি দিবানিশিরে।
ভাবিয়ে আকুল নাহি পাই কুল
অকুল পাথারেরে,
তাই ভাবি মনে কেমনে সে বিনে
লভিব বিরামরে।

প্রাণ যায় হায় কি করি উপায়
মরি শরমেতে রে ॥

এমন সময়ে রাইমনী আসিয়া বলিলেন " ভব এখন গল্প কর্‌চিস মা, রাত্রি যে নয়টা বেজে গেছে, আর ভুবনকে অধিক বকাস্‌নি, ভুবনের অসুখ কর্‌বে।"

ভব। হ্যাঁ মা ব্রজনাথ বাবু ছেলে দেখ্‌তে আস্‌বেন না?

রাই। যে লোক ব্রজনাথকে আন্‌তে গিয়াছিল, সে এসে বল্লে, জামাই বাবু বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া রাইমনী ভুবনমোহিনীর দিকে দৃষ্টি করিয়া পুনরায় বলিলেন "মা ভুবন তুমি একটু শোও—আহা বসে বসে বাছার কোমর, পিট ধরে গেছে; ভব, রাত্রি অধিক হয়েছে শোবে চল " এই বলিয়া ভবতারিণীর মাতা, ভবতারিণীর হস্ত ধরিয়া টানিলেন ভবতারিণী "যাই" বলিয়া মাতার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেলেন।

ভুবনমোহিনীও নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অপমৃত্যু।

বেলা প্রায় ছয়টা বাজে—লোকে কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে কষ্ট অধিক অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু সূর্য্যদেবের তাহা নয়। তিনি কার্য্যে বিরক্ত হইয়া সত্বর চলিয়া গেলেন। গাভীসকল নিজ মনে আনন্দের সহিত চারিদিকে চরিয়া বেড়াইতেছিল, রাখালগণ নিজ মনে এক প্রান্তে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, দেখিল তাহাদের কার্য্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে। বৎসগণ দেখিল তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত, অমনি হাম্বা হাম্বা রবে আপনার মাতার কাছে ধাবিত হইতে লাগিল। এ দিকে রৌদ্র গাছ হইতে ছাদে, ছাদ হইতে মাঠে, মাঠ হইতে পুষ্করিণীতে—এইরূপে

নাচিয়া নাচিয়া চলিতে লাগিল। এমন সময়ে ভবতারিণী ও ভুবন-মোহিনী একটী নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছেন। ভুবনমোহিনীর আর সে ভাব নাই আর সে প্রতি কথায় হাসি নাই, আর ভবতারিণীর সহিত বাক্য ছাঁদ নাই—কেবল নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, এইবার বলিলেন, "ভব আমার প্রাণ আজ এমন কচ্ছে কেন, সর্ব্বদা ডান চক্ষু নাচ্‌তেছে, মনে হচ্চে আমি অকুল সমুদ্রে ভাস্‌তেছি, তিনি শারীরিক সুস্থ আছেন ত ?" ভবতারিণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বালাই, ভুবন তুমি কি ক্ষেপেছ ? এতে যে তাঁর অমঙ্গল করা হয়, তাকি তুমি জান না, তোমার মতন বুদ্ধি-মতীর কি এত কাতর হওয়া উচিত ?" তাহাতে ভুবনমোহিনী বলিলেন, "ভব, বুঝাতে সবাই পারে, কিন্তু বুঝাই শক্ত, আমিও তোমাকে এক সময় বুঝিয়েছিলাম।" এই বলিয়া ভুবনমোহিনী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শিহরিয়া বলিলেন, "ভব, আমি কি সপ্ন দেখ্‌ছি, আমার এ রকম কেন হলো !" ভবতারিণী "কি হয়েছে" বলিয়া ভুবনমোহিনীর হস্ত ধরিলেন ও ক্ষণকাল পরে বলিলেন "ভুবন কি হয়েছে অমন কচ্ছ কেন ?" ভুবনমোহিনী ক্রন্দনস্বরে বলিলেন "দেখ ভব, জাগ্রতে দেখ্‌ছি যেন চারি-দিকে মাঠ ধুঃ ধুঃ কচ্ছে, মাঠের মধ্য খানে কেবল পুকুর, পুকুরে অগাধ জল, ঠাঁই ঠাঁই এক এক পা যাওয়া যায় এই রকম পথ, কিন্তু সেখানে মনুষ্যের যাওয়া দুঃসাধ্য, সেইখানে যেন তিনি বসে একমনে কি ভাব্‌তেছেন। আমি যেন সেখানে যেয়ে বল্‌ছি "একপা একপা করে আমার নিকটে এস," তাতে তিনি যেমন উঠ্‌লেন অম্‌নি পুষ্ক-রিণীর ধস ভাঙ্গিয়া গেল ; ভব ঐ দেখ তিনি জলে পড়ে গেলেন" এই বলিয়া ভুবনমোহিনী মুর্চ্ছিতা হইলেন। ভবতারিণী ভুবনমোহিনীর এতাদৃশাবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার মুখে দিলেন পরে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভুবন তুমি কেমন আছ ?" কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না

কেবল দেখিলেন, ভুবনমোহিনীর চক্ষের জলে গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতেছে। আবার বলিলেন, "ভুবন চুপ্ কর, কেঁদ না, এত উতলা হইও না, জগদীশ্বর অবশ্যই দিন দিবেন, শীঘ্রই সুসংবাদ আস্‌বে। ভুবন তুমি যদি কাঁদ তা হলে তোমার মা কি কর্‌বেন? তিনি কেবল তোমার মুখ পানে চেয়ে আছেন, তোমার এ অবস্থা দেখ্‌লে তিনি আর বাঁচ্‌বেন না। তুমি ত নির্ব্বোধ নও আমার মাথা খাও চুপ কর" এই বলিয়া ভবতারিণী অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছিয়া দিলেন। ভুবনমোহিনী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আমিত মনে করি কাঁদ্‌বো না, কিন্তু মন যে শুনে না, কেবল কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে।" ভুবনমোহিনীকে অনন্যমনা করিবার মানসে ভবতারিণী বলিলেন" ভুবন আমি তোমায় একটী কথা বল্‌ব—বল শুন্‌বে?

ভুবন। কি বল শুন্‌বো।

ভব। তুমি সেই যে তখন, একটী গান গাচ্ছিলে, সেইটী একবার গাও না ভাই! জলের পর রৌদ্র হইল—ভুবনমোহিনীর অধরপার্শ্বে একটু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "ভব এই কি গানের সময়?"

ভব। "তা হবে না, তোমায় গাইতেই হবে।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। ভুবনমোহিনী পুনর্ব্বার হাসিয়া বলিলেন "তবে হাত ছেড়ে দাও গাচ্ছি, এই বলিয়া গাইতে লাগিলেন।

গীত।

কোথাহে জগত পিত, ডাকি আমি বারে বারে—
দুখিনী কন্যা যে তোমার ভাসিছে নয়ন নীরে।
কোথা প্রভু দয়াময়, দয়া করি এ সময়, আমারে দেহ অভয়।
বারেক করুনা করে,
ভেবে ভেবে দিন গত, আরবা ভাবিব কত, এখন এ ছার প্রাণ
ছাড়ে না দেহ পিঞ্জরে

তোমার কৃপাদৃষ্টিতে, কি যে নাহি পারে হতে, তবে কেন সাধ্যমতে
দিতেছ দুঃখ আমারে
কি দোষ করেছি আমি, বলহে জগতস্বামী,
যদি দোষ করে থাকি ক্ষম নাথ এদাসীরে।

ভুবনমোহিনী গানটী শেষ করিয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করিলেন। এমন সময় রাইমনী ও বিনোদিনী উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে দরজার নিকট আসিয়া পড়িয়া গেলেন, ভুবনমোহিনী সঙ্গাহীনা হইয়া কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমে পতিত হইলেন, ভবতারিণী মেজেতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন ; পরম্পরায় শুনা গেল, ব্রজনাথের সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ হইয়াছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

সুখের নিশি পোহাল।

দিন যায়—কার সুখে যায়, কার দুঃখে যায়, দিন কাহার সুখ দুঃখের অপেক্ষা করে না, আপনার মনেই চলিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখের হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অদৃষ্টচক্রের ফল কেহ খণ্ডাইতে পারে না—আমাদের " ভুবনমোহিনীর আজ কি দিন—ভুবনমোহিনী পাগলিনীর ন্যায় আলুথালু বেশে গৃহের মধ্যে পড়িয়া হা হুতাস করিতেছেন, তাঁহার শরীরের সে লাবণ্য নাই, সে হাসি নাই কেবল নীরবে অধোমুখে রোদন করিতেছেন, ভবতারিণী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া প্রবোধ দিতেছেন, আর এক একবার আপনি অঞ্চল দ্বারা চক্ষুঃ মার্জ্জন করিতেছেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে শোকবেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "ভুবন আমার মাথা খাও উঠ, খোকাকে একবার দুদ্ দাও, আহা বাছা আজ পাঁচ দিন একবারও মায়ের দুদ্ খায় নাই, ভুবন কি করবে, উপায় ত নাই, ভুবন তোমাকে বুঝাতে গেলে আমার প্রাণের ভিতর ফেটে যায়, তা তুমি

যে অধীর হবে তার আর বিচিত্র কি, ভুবন তুমি যে আগে বলেছিলে যে, 'বুঝাতে সবাই পারে, বুঝাই শক্ত।' কিন্তু সেটি তোমার ভ্রম, এখন আমি বেশ টের পেলাম যে, বুঝাতেও শক্ত আবার বুঝানাও শক্ত। ভুবন উঠ" এই বলিয়া ভবতারিণী ভুবনমোহিনীর হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন এবং আপনার অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া আপনার ক্রোড় হইতে ছেলেটীকে ভুবনমোহিনীর অঙ্কে দিয়া বলিলেন "তুমি এ পৃথিবীতে যেন এই লয়ে থাক, জগদীশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।"

ভুবনমোহিনী শিশুটীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল পরে গদগদস্বরে বলিলেন, "হায়, আমার যে বড় সাধ ছিল যে, খোকাকে একবার তাঁর কোলে দিব, তিনি কোলে করে বেড়াবেন, আমি দেখে নয়ন সার্থক কর্‌ব, হায়, জগদীশ্বর কি দোষে অভাগিনীর সে সাধে বঞ্চিত কর্‌লেন, যখন এই শিশু সুমধুর আধ আধ-স্বরে ডাক্‌তে শিখ্‌বে তখন আমি কি করে প্রাণধারণ কর্‌ব?—হে দীনবন্ধো দয়াময় ও মর্ম্মভেদী স্বর যেন আমায় না শুন্‌তে হয়, প্রাণ তুমি এখনি বহির্গত হও।

গীত।

মিনতি করি প্রাণ তোমায় বর্জ্জন কর আমারে
মহাপাশে বদ্ধ হয়ে ঘুরাও না ভবঘোরে।
তাই বলি প্রাণ তোমায়, সত্য করি বল আমায়
ভব মিয়াদ আর কত আছে রে।
তুমি গত হলে হায় পাইব নিস্তার রে,
আজন্ম দুঃখিনীর দুঃখ ধরায় আর নাহিক ধরে।

ভুবনমোহিনী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ভব তুমি নয় বলেছিলে শীঘ্রই সুখপর আস্‌বে। এই কি আমার পক্ষে সুখপর? ভব তুমি সত্য করে বল দেখি, এখন কি আর আস্‌বার আশা আছে? একবার বল আছে,

তা হলে আর আমি কাঁদ্‌ব না, ভব এই দেখ আমি চক্ষু মুছ্‌লাম;” এই বলিয়া আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন পরে উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন হায় সে কালসর্প কি আমার সর্ব্বনাশের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল, হে দেবাধিদেব মহাদেব, প্রভু তোমার মনে কি এই ছিল? তোমার চরণে আমি কি অপরাধ করেছি যে তার পরিণাম এই কর্‌লে।

গীত।

কোথা হে শিবশঙ্কর, করনা আর প্রবঞ্চনা
অভাগিনীর কপালেতে, আছে কত বিড়ম্বনা,
দুঃখিনী অবলা জাতি, হরিলে হে তার পতি।
সে ধনে বঞ্চিত তারে, কেন করিলে বলনা,
দেব দেব মহাদেব, তুমি হে ত্রৈলক্য দেব,
তোমার উচিত একি, দিতে হে এত যাতনা,
মহেশ্বর বলে সবে, শুনেছিলাম এই ভবে,
অবলারে দুঃখ দিয়ে, কি ফল হলো বলনা,?
তব নাম ভোলানাথ, আমারে করে অনাথ,
পাঠায়ে হে ভব মাঝে, কেন করিলে ছলনা,
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অগতির কর গতি,
অবলার এ দুর্গতি, আর যে প্রাণে সহে না॥

ভুবনমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলিনীর ন্যায় ভবতারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমার যে বড় সাধ ছিল, তোমায় উমাপতির বামে বসায়ে আমোদ কর্‌ব, কিন্তু আমার সে পথে কাঁটা পড়েছে, আমায় চিরজীবন দুঃখে কাটাতে হবে।” এই বলিতে বলিতে ভুবনমোহিনীর বদন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু জলে ভাসিতেলাগিল, তিনি পুনর্ব্বার গদগদস্বরে বলিলেন “ভব, আমি কত পাপ করেছি, আমার মত পাপী আর এ পৃথিবীতে নাই,” ভবতারিণী চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন, “ছি ভুবন তুমি ওরূপ কথা বলো না, তুমি কিসের পাপী, এ পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে কাহার অদৃষ্টের দোষ খণ্ডাইতে পারে।

ভুবন। দেখ ভব, আমি সব জানি, কিন্তু মন যে বুঝে না ; যখন যখন তাঁর খপর পাই নাই, তখন মনে করেছিলাম, যদি তাঁর কোন অমঙ্গল ঘটে আমিও তাঁর সঙ্গে যাব, তিনি অবশ্য আমায় সঙ্গে করে লয়ে যাবেন, আমাকে একলা রেখে যাবেন না। কিন্তু আমার সে আশা ফুরায়েছে, তিনি একলা চলে গিয়েছেন, আমি কেবল দুঃখভার সহ্য কর্‌তেছি, আবার কত দিনে সে দিন উপস্থিত হবে যে আবার তাঁর দেখা পাব, আমি আবার তাঁর চরণ সেবা করব এই জীবনে ত কিছুই কর্‌তে পালাম না।

বলে দাও আমায় যাইব সেই ঠাঁই।
যে গিয়েছে একবার আর ফিরে নাই॥
আমারে পাঠাও তুমি ওহে পরাৎপর।
দেখিব কেমন দেশ আলো কি আঁধার॥
তোমার কৃপায় প্রভু দূরে যাবে ভয়।
যাইব একাকী আমি হইয়া নির্ভয়॥
কোথায় যাইব প্রভু কোথা সেই দেশ।
দর্শক হইয়া তুমি, দেখাও প্রাণেশ॥
দিলে হে আমারে তুমি নির্দ্দোষ আকর।
কি দোষে হরিলে বল, মম প্রাণেশ্বর॥
তব কাছে অবিচার কিছু নাহি হয়।
অকালে হরিলে কেন, বল দয়াময়॥
যা করেছ একবার তার চারা নাই।
যাইয়ে আমি যেন দেখিবারে পাই॥
তোমার চরণে প্রভু এই হে মিনতি।
কষ্ট যেন সেখানেতে নাহি পান পতি॥
তোমার মহিমা প্রভু কি জানিবে নরে।
কাহার অতুল সুখ কারে ভাসাও নীরে॥

দিলে হে আমারে তুমি প্রাণ সম পতি।
হরিলে হে কেন বল করিয়া দুর্গতি ॥
পাপের আসান বুঝি হইল এবার।
পরজন্মে নাহি যেন বহি দুঃখভার ॥
আমার দুঃখের শেষ কর শীঘ্রগতি।
তোমার চরণে প্রভু থাকে যেন মতি ॥
সদাই ধর্ম্মের পথে যায় যেন মন।
অধর্ম্মের পথে যেন না যায় কখন ॥
পৃথিবীর কত সুখ আছে গুণাকর।
আমি নাহি জানি সুখ কাঁদি নিরন্তর ॥
সংসারের সুখ প্রভু নাহি দিলে তুমি।
চিরকাল পিতৃগৃহে ভুঞ্জিব হে আমি ॥
দিয়াছ হে এক মণি রতনের গুঁড়া।
সেই মণি লয়ে আমি করি নাড়াচাড়া ॥
মরিলে এ সব দুঃখ যাবে যে এখনি।
সে দুঃখের ভার মম বহিবে জননী ॥
দয়ার সাগর তুমি দয়াময় নাম।
তোমার কৃপায় যেন পাই মোক্ষধাম ॥
পৃথিবীর অধিশ্বর তোমাকে হে বলে।
কি দোষেতে বল প্রভু অবলা মজালে ॥
হৃদয়ের নাথ তুমি হৃদয়েতে ধাম।
দুঃখিনীর প্রতি কেন হইলে হে বাম ॥
কি পাপ করেছি প্রভু বল বল খুলে।
সে পাপ নাহিক আর করিব হে ভুলে ॥
লঘু পাপে গুরুদণ্ড তব কাছে নাই।
পাপের উচিত ফল বুঝি আমি পাই ॥

না হয় আমারে যদি প্রথমে হে নিতে।
তা হলে ত' এত দুঃখ নাহি হত চিতে॥
এখন মিনতি প্রভু তোমার চরণে।
স্বামীর চরণ যেন থাকে মনে মনে॥

ভুবনমোহিনী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, আর কথা কহিতে পারিলেন না। ভবতারিণী ভুবনমোহিনীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ভুবন চুপ্ কর ঐ বুঝি তোমার মা আস্‌ছেন তোমাকে কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে তিনিও কাঁদ্‌বেন" এই বলিয়া ভুবনমোহিনীর চক্ষু মুছিয়া দিয়া উভয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুস্বপ্ন

যত দিন যাইতে লাগিল, তার সঙ্গে সঙ্গে শোকেরও অবসান হইতে লাগিল। এক দিন রজনীযোগে ভুবনমোহিনী নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া বলিতেছেন "ভুবন তুই আর কাঁদিস্ নি, তোর স্বামী আমার কাছে আছে, কিছুদিন পরে দেখা পাবি।" এবম্বিধ স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, যেন কি বলিতেছেন। ক্রমে মুখে আনন্দের ছায়া পতিত হইল, পরে তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া বোধ হইল যেন কি দেখিতেছেন কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, হরি হরি তাহাতে ও নিস্ফল। পরে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের চারিদিক অন্বেষণ করিলেন—যখন নিশ্চয় জানিলেন, সেটী স্বপ্ন সত্য নয়, তখন নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

কোথা নারায়ণ শ্রীমধুসূদন হৃদিমাঝে আসি দাও দরশন
হেরে তব মুখ যাবে সব দুঃখ, তব পদে আমি লইনু শরণ॥
কত পাপ করেছিলাম পূর্ব্বজন্মে, তাই এত শাস্তি
পেলাম ইহজন্মে॥
দেখো অন্তর্যামি, রেখো তব মনে, পরজন্মে যেন পাই ও চরণ॥

ভুবন মোহিনী সহসা গাত্রোত্থান করিয়া বাহির বাটীর দিকে যাইতে লাগিলেন। সেখানে দেখিলেন দ্বারবানেরা ফটকে বসিয়া আপনার মনে চীৎকার করিয়া গান গাইতেছে। ভুবনমোহিনী কিঞ্চিত ক্ষুন্ন হইয়া আপনার ঘরে আসিয়া পুত্রকে স্তন পান করাইতে লাগিলেন, এমন সময়, বিনোদিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা এর মধ্যে উঠেছ? কোন অসুখ হয় নাইত?"

এই কথা শুনিয়া ভুবনের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, বিনোদিনী অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন "কেন কাঁদ মা কি হয়েছে?" ভুবন মনোভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না বলিলেন। "দেখ মা আমি আজ ভোরের সময় একটী স্বপ্ন দেখেছি, তাই মন এত খারাপ হয়েছে।"

বিনো। স্বপন কি কখন সত্য হয়, তাতে তুমি অত ব্যাকুল হচ্চ কেন?

ভুবন। "না মা, আমার স্বপ্ন মিথ্যা নয়" এই বলিয়া স্বপ্নের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদিনী বলিলেন "এত দয়া যদি তাঁর হবে, আগুতে হলো না কেন?" আমি এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌তেছি না। তুমি একবার তোমার পিসি মাকে ডেকে আন তিনি কি বলেন" আচ্ছা আমি যাচ্ছি" এই বলিয়া ভুবন চলিয়া গেল। এমন সময় মতিলাল বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তাঁহার মুখ দেখিলে বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে একেবারে হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি আসিয়া বলিলেন "দেখ বিনোদ, এই চিঠিখানির অর্থ আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমার বোধ হয় কোন দুষ্ট লোক পাঠিয়ে থাক্‌বে, না হলে এ কথা কখন যথার্থ হতে পারে না"। বিনোদিনী মতিলাল বাবুর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি তোমার ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌তেছি না, আমাকে স্পষ্ট করে বল আমি শুনি।"

মতি। এই চিঠিখানি পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। এই বলিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু।

আপনারা জানেন আমার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে কোন দৈব ঘটনায় পুনরায় জীবন পাইয়াছি। এই পত্র পাঠ করিয়া আপনারা বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন, সত্য কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে পারে না। আমি এক্ষণে জিরেট বলাগোড়ের ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে আছি। আপনি পিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিবেন। আমি শারীরিক ভাল আছি ইতি।

১৭ই মাঘ ১২৭৫ সাল
শ্রীব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিনোদিনী পত্র শুনিবামাত্র অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, "আমাদের কি এমন দিন হবে, এ চিঠি কি সত্য হবে"। পরে তিনি ভুবনের স্বপ্নের কথা মতিলাল বাবুকে অবগত করাইলেন মতিলাল বাবু এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি তবে শ্যামসুন্দর বাবুকে আনিতে গাড়ি পাঠাইয়া দি" পরে চাকরকে ডাকিয়া একখানি চিঠি ও গাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল মতিলাল বাবু বাহিরের বারাণ্ডায় পায়চারি করিতেছেন, এমন সময়ে, একখানি গাড়ি আসিয়া দরজায় লাগিল, তাহা দেখিয়া মতিলাল বাবু তাড়াতাড়ি নিম্নে নামিয়া গিয়া শ্যামসুন্দর বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া বৈটকখানায় লইয়া বসাইলেন ও নানারূপ কথোপকথনের পর মতিলাল বাবু বলিলেন, "আপনি কি কোন চিঠি পেয়েছেন ?"

শ্যাম। কি চিঠি—আমি ত কিছুই পাই নাই, কেন, কি হয়েছে মহাশয়।

মতি "বলছি," এই বলিয়া আমার পাকেট হইতে চিঠি খানি শ্যাম বাবুর হস্তে দিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু গম্ভীরভাবে চিঠি খানি খুলিলেন, চিঠি খুলিবামাত্র শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "একি এ যে আমার ব্রজনাথের হাতের লেখা, এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন ?" মতিলাল বাবু শ্যামসুন্দর বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "স্থির হন, আগে চিঠি খানি পড়ুন, তার পর সমস্তই অবগত হবেন। এই কথা শুনিয়া শ্যামসুন্দর বাবু ঘাড় হেঁট করিয়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন। মতিলাল বাবু তাঁর উত্তর অপেক্ষায় স্থির দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দর বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—শ্যামসুন্দর বাবু লিপি খানি শেষ করিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরেই বলিলেন, "আহা একি সত্য হবে, মতিলাল বাবু এ আপনি বিশ্বাস করবেন না, এ কোন দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধি।"

মতি। আমার আগে বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু কাল ভুবন স্বপ্ন দেখাতে কিঞ্চিৎ আশ্বাস পেয়েছি—এই বলিয়া ভুবনমোহিনীর স্বপনের কথা শ্যামসুন্দর বাবুকে সমস্ত অবগত করাইলেন। পরে শ্যামসুন্দর বাবু উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "আর আমার অবিশ্বাস নাই, তবে আসুন যাই"। ইহাতে মতিলাল বাবু বলিলেন "এখন কোথায় যাবেন, রাত্রি ৮টা বেজে গেছে, আজ এই স্থানে থাকুন, কাল প্রত্যূষে উভয়েই যাব", এই বলিয়া শ্যামসুন্দর বাবুকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করাইলেন। পরে আহারাদি করিয়া সে রাত্রি সেই খানে অতিবাহিত করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আনন্দাশ্রু।

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃ ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া মতিলাল ও শ্যামসুন্দর বাবু শকটারোহণে গঙ্গাতীরে গিয়া নৌকারোহণে জিরেট বলাগোড় যাত্রা করিলেন সে রাত্রি নৌকায় যাপন করিতে হইয়াছিল। পর দিন বেলা নয়টার সময় জিরেট বলাগোড়ের ঘাটে গিয়া নৌকা পৌঁছিল। তাঁহারা নৌকা হইতে ঘাটে উঠিয়া, এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী কত দূর?"

লোক। প্রায় এক ক্রোশ।

মতি। কোন্ ধারে যাব?

লোক। পূর্ব্ব মুখে যান দেখ্তে পাবেন।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তাঁহারা একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলেন। পরে প্রায় এক ক্রোশ গিয়া মতিলাল বাবু এক জন দোকানদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ললিত মোহন বাবুর বাটী কত দূর?"

দোকানদার। আর একটু দূর।

মতি। কোন ধারে যাব?

দোকা। বরাবর সোজা যান, পরে বাম দিকে একটী গলি পাবেন সেই গলি পার হইয়া বড় রাস্তা, সেই রাস্তার উপরে ডান ধারে একটী বড় বাড়ী দেখ্তে পাবেন, সেই বাড়ীই ললিতমোহন বাবুর।

মতি। গলির ভিতর কি গাড়ী যাবে?

দোকা। যাবে, সে তেমন গলি নয়, দুই খানি গাড়ী যায়।

সেই দোকানদারের বাক্যানুসারে গাড়ী ললিতমোহন বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইল। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার

ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। পরে এক জন চাকরকে বলিলেন "ললিত মোহন বাবু বাড়ী আছেন ?"

চাকর। আছেন।

মতি। কোথায় আছেন—বাড়ীর ভিতর ?

চাকর। আজ্ঞে তিনি বৈটকখানায় আছেন।

মতি। তাঁকে একবার খপর দাও ত—যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিপ্রায়ে দুই জন লোক এসেছেন।

চাকর তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল এবং ক্ষণেক পরে তাঁহাদিগকে ললিতমোহন বাবুর কাছে লইয়া গেল। ললিত বাবু ভদ্রলোক দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, পরে চাকরকে তামাক দিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কোথা থেকে আস্‌চেন ?

মতি। আমরা বর্দ্ধমান জেলার সন্নিকট তুপুলি গ্রাম হতে আস্‌ছি।

ললিত। আপনাদের অভিপ্রায় জান্‌তে পারি কি ?

মতি। মহাশয় আপনার কাছে আসা আপনি জান্‌তে পার্‌বেন বৈকি।

ললিত। তবে আজ্ঞে করুন।

মতি। আপনার বাটীতে, ব্রজনাথ নামে একটী বালক আছেন কি ?

ললিত। আছেন।

মতি। কত দিন এখানে আছেন ?

ললিত। প্রায় পনর দিন।

মতি। একবার এখানে আস্‌তে অনুমতি দেবেন কি ?

ললিত। আজ্ঞে সেকি কথা, আমি এখনি ডাকছি—এই বলিয়া "গোপাল" বলিয়া ডাকিলেন। পার্শ্বের ঘর হইতে একটী বালক পুস্তক হস্তে বৈটকখানায় প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া ললিতমোহন

বাবু বলিলেন "গোপাল ব্রজনাথকে এক বার ডেকে আনত।" "আজ্ঞে যাই" বলিয়া গোপাল চলিয়া গেল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, গোপাল ললিতমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। গোপাল ক্ষণকাল পরে ব্রজনাথকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় বৈটকখানার প্রবেশ করিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু ব্রজনাথকে দেখিবামাত্র গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মতিলাল বাবুও নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ললিতমোহন বাবু ও গোপাল এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে বাক্য নাই। কিঞ্চিৎ কাল পরে, ব্রজনাথ বিগতাশ্রু হইয়া শ্যামসুন্দর বাবুর নিকটে গিয়া বলিলেন "বাবা উঠুন আর কাঁদ্‌বেন না" আর মতিলাল বাবুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন "মহাশয় এত উতলা হলে কি হবে, যা হবার হয়েছে। ইহা মনুষ্যাধীন কার্য্য নয় যে, দুঃখ কর্‌বেন।" ব্রজনাথের এই কথা শুনিয়া শ্যামসুন্দর বাবু কিঞ্চিত সুস্থ হইয়া বলিলেন "আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না স্বপ্ন নয়, এই যে ব্রজ আমার সম্মুখে" এই বলিয়া ব্রজনাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "বাবা ব্রজ, তোকে যে আর পাব সে আশা আমার একেবারে ছিল না। জগদীশ্বর, তোমার দয়া অসীম, তোমারি কৃপায় কি না হতে পারে।" মতিলাল বাবু ললিতমোহন বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহাশয়ের কৃপায় আমি ব্রজনাথকে পেলাম, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনার ঋণ আমরা ইহজন্মে কখন পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না।" ললিতমোহন বাবু এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্টে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। পরে শ্যামসুন্দর বাবু বলিলেন "মহাশয় তবে আমরা এক্ষণে আসি।"

ললিত। সে কি মশায় আপনাদের কি আজ যাওয়া সম্ভব? এখন আপনাদের আহার হয় নাই, আহারাদি করুণ কাল যাবেন।

মতি। আমরা নৌকায় আহার কর্‌ব।

ললিত। তা হবে না, আপনাদের আজ আমার এখানে থাক্‌তে

হবে। ললিতমোহন বাবুর উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া, সে রাত্রি তাঁহারা সেই খানে অতিবাহিত করিলেন। ললিতমোহন বাবুর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইল—পরে জানা গেল, ললিতমোহন বাবুর সহিত মতিলাল বাবুর নৈকট্য সম্পর্ক আছে। তাহাতে তাঁহাদের আরো সখ্যতা জন্মিল। ব্রজনাথের বিশেষ অনুরোধে পরদিন তাঁহাদের গোপালকে লইয়া স্বদেশ যাত্রার বন্দোবস্ত হইল। ললিতমোহন বাবুর আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কার্য্য উপলক্ষে আসিতে পারিলেন নাই। প্রত্যূষে কোন বিশেষ স্থানে যাইতে হইবে একারণ রাত্রিতে তিনি সকলের নিকট বিদায় হইয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। শ্যামসুন্দর বাবু এক জন খান্‌সামাকে একখানি গাড়ি আনিতে আদেশ করিলেন। চাকর চলিয়া গেলে পর গোপাল আসিয়া বলিলেন "আপনাদের একটু জলযোগ করতে হবে।"

মতি। এত সকাল কিছু জলখাবার আবশ্যক নাই।

গোপাল। সমস্ত প্রস্তুত, না খেলে হবে না। এই বলিয়া এক জন চাকরকে বলিলেন "সব এনেছিস্?"

চাকর। আজ্ঞে হাঁ।

গোপাল পার্শ্বের ঘরে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলেন। জলযোগ করিতে করিতে মতিলাল বাবু শ্যামসুন্দর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্যামবাবু আপনারকি মত অগ্রে আমার বাটীতে যাওয়া না আপনার?"

শ্যাম। আপনার যা মত আমারও তাই, আর যা সুবিধা বিবেচনা করেন, তাই হবে।

মতি। আমার বিবেচনায় আমার ওখানে আগে যাওয়া।

শ্যাম। আমার বাটীতে জান্‌তে পারবে না? আমার না যাওয়া হলে বড়ই চিন্তিত হবেন।

মতি। বাড়ীতে পৌঁছে আগে বেয়ানঠাকরুণকে আন্‌তে গাড়ি পাঠায়ে দেব, পরে অন্য কায্‌। আর যদি তিনি না আসেন, আমি আপনি যাব, গিয়ে যেমন করে পারি লয়ে আসব। শ্যাম বাবু বল্লেন "না আপনার আর যেতে হবে না, আমি আস্‌বার সময় সঙ্গে করে লয়ে আস্‌ব।"

মতি। বেয়ান যদি আপনার কথায় না আসেন, তখন কি হবে, বরঞ্চ আপনার যাওয়া অপেক্ষায় আপনার বেয়ানকে পাঠায়ে দিব, দুই বেয়ানে আস্‌বেন।

শ্যাম। আপনার আর অত কত্তে হবে না, আমি গেলেই হবে। এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে জলযোগ শেষ করিলেন। পরে তিন জনে গোপালকে সঙ্গে করিয়া গাড়িতে উঠিলেন, গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটিল, অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ি গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল সকলে নৌকায় আরোহণ করিলেন। মাঝিরা আল্লা ২ রবে নৌকা ছাড়িয়া দিল, জুয়ারেতে ও দক্ষিণ বাতাসে পাল তুলিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। পর দিন চারিটার সময় নৌকা অম্বিকাকাল্‌নার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল, সকলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া দুইখানি গাড়ি ভাড়া করিলেন, এক খানিতে মতিলাল বাবু ব্রজনাথ ও গোপাল আরোহণ করিয়া মতিলাল বাবুর বাটীর দিকে গমন করিলেন, অপর খানিতে শ্যামসুন্দর বাবু একক্‌ স্বদেশ যাত্রা করিলেন। গাড়িতে উঠিবার সময় ব্রজনাথ উমাপতিকে সঙ্গে করিয়া আনিতে শ্যামসুন্দর বাবুকে বলিয়া দিলেন ব্রজনাথের কথা শুনিয়া শ্যামসুন্দর বাবু বলিলেন "ব্রজ ও কথা আর আমাকে বলে দিতে হবে না, উমাপতি তোমার কথা শুন্‌লে আপনিই আস্‌বে। সে তোমার জন্য পাগলের

ন্যায় হয়েছে, আমি তাকে গিয়ে প্রথমেই বল্‌ব।” এই বলিয়া শ্যামসুন্দর বাবু গাড়ি চালাইতে অনুমতি দিলেন, রাত্রি প্রায় ৭টার সময় গাড়ি আসিয়া শ্যামসুন্দর বাবুর দরজায় লাগিল, শ্যামসুন্দর বাবু গাড়ি হইতে নামিয়া অগ্রে এক জন খানসামাকে ডাকিয়া আনিতে অনুমতি দিলেন।

খানসামা বাবুর কথা শুনিয়া ব্যস্ততাভাবে বলিল “উমাপতি বাবু না আপনার সঙ্গে গিয়েছেন।”

শ্যাম। কৈ না, আমি একক্‌ গিয়েছিলাম, উমাপতি ত আমার সঙ্গে যায় নাই।

খানসামা। আপনি যে দিন থেকে গিয়াছেন, উমাপতি বাবুও সেই দিন থেকে বাড়ী ছাড়া, তাঁর মা কাঁদ্‌তেছিলেন, আমাদের মাঠাকরুণ আপনার সঙ্গে গিয়েছেন বলে সান্ত্বনা করে রেখেছেন। শ্যামসুন্দর বাবু চাকরের কথা শুনিয়া ক্ষুণ্ণমনে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, ব্রজনাথের মাতা মৃতপুত্রের পুনর্জ্জীবন এই সংবাদ শুনিয়া আহ্লাদে পরিপূরিত হইলেন—তিনি সে রাত্রি না ঘুমাইয়া বসিয়া যাপন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সৌভাগ্যক্রমে—

এক্ষণে মতিলাল বাবুর বাটীতে আজ আনন্দের সীমা নাই, সকলেই আনন্দনীরে ভাসিতেছেন। মতিলাল বাবু বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় এক খানি গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি হইতে শ্যামসুন্দর বাবু সস্ত্রীক নামিলেন—মতিলাল বাবু তাড়াতাড়ি শ্যামসুন্দর বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে ভিতর বাটীতে লইয়া গেলেন, বিনোদিনী অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ব্রজনাথের জননী কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিলেন, "কই, আমার ব্রজ কই" এমন সময়ে ব্রজনাথ আসিয়া মাতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি ব্রজনাথকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন পরে বলিলেন "বাবা ব্রজ তুমি আমাদের ছেড়ে কোথা গিয়েছিলে বাবা! তুমি যে আমার জীবনের জীবন, অন্ধের নয়ন, জীবন সর্ব্বস্ব ধন একমাত্র সন্তান; আমাদের কাঙ্গালি করে তোর কি যাওয়া উচিত হয়েছিল?" মতিলাল বাবু বলিলেন "বিয়ান ঠাকুরুন একটুক স্থির হন, আর কাঁদলে কি হবে, যা হবার তাত হয়ে গেছে, আমরা আজ জগদীশ্বরের কৃপায়, তোমাদের পুণ্যফলে আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে (গোপালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ইহার পিতার অনুগ্রহে ব্রজনাথকে পেয়েছি, ইহাই আমাদের যথেষ্ট বলতে হবে। আমরা যে ব্রজনাথকে পুনরায় পাব, সে আশা ছিলনা আর এমন করে আবার যে কথা কইতে পারব, তা কখন স্বপনেও ভাবি নাই।" এই সময় ব্রজনাথের জননী মতিলাল বাবুর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "বাবা ব্রজ তোমার সব কথা আমাদের শুনতে ইচ্ছা হয়েছে, একবার সকলের সাক্ষাতে বলত।"

ব্রজ। শীতের ছুটীতে এক দিন আমি একটী বন্ধুর সহিত শান্তিপুরের সন্নিকট গড় নামক স্থানে তাঁদের বাড়ীতে যাই। সেখান হতে একখানি পত্র লিখি বোধ হয় আপনি পেয়েছিলেন, তার দুই দিন পরে রাত্রিতে আমায় কিসে দংশন করে, আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ি; তার পর কি হয়েছিল বলতে পারি না।" শ্যামসুন্দর বাবু ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন "তুমি কি রূপে ললিত মোহন বাবুর বাটিতে গেলে?"

ব্রজ। আমার যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখলাম এক বৃহৎ বট বৃক্ষের তলায় আমি শুয়ে আছি আমার মস্তকের কাছে এক জন সন্ন্যাসী বসে আছেন, আমি তাঁকে দেখবামাত্র বিস্ময়ান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "আমি কোথায়? আমাকে এখানে কে আনলে? আপনি

কি এনেছেন?" তিনি উত্তর করলেন "তুমি এখন কথা কহিও না আরাম হতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে, ভাল হলে সমস্ত বলব" এইরূপে দু'দিন গেল, তিন দিনের দিন উঠে বস্‌লাম। আমাকে বস্‌তে দেখে সন্যাসী খুসী হয়ে বল্‌লেন "ভবানীর কৃপায় আজ তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছ, এখন কিছু খাবে কি?" আমার সে দিবস অতিশয় ক্ষুধা হয়েছিল, আমি বল্‌লাম 'খাব' তিনি আমাকে আদ্ সের আন্দাজ দুদ্ এনে দিলেন, আমি পান কর্‌লাম। পরে তাঁকে 'বল্‌লাম মহাশয় এইবার আমাকে সমস্ত বল্‌তে পারেন, কারণ আমি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হয়েছি, এই কথা শুনে তিনি বল্‌লেন "আমি প্রতিদিন ঐ শ্মশানে বসে ঈশ্বর আরাধনা করি। গত অমাবস্যাতে ভ্রমণ কর্‌তেছি, দেখ্‌লাম আকাশে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঝড় বইতে লাগ্‌ল, এমন সময় চারি জন লোক একটি শব লয়ে এলো। শব নামাতে না নামাতে, ঝড়ে মসাল নিবে গেল, তৎক্ষণাৎ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। এই সময় শববাহকেরা ভীত হয়ে পলায়ন কর্‌লে, ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল, কিন্তু কাউকে আর দেখ্‌তে পেলেম না। পরে আমি শবসাধন মানসে শবের নিকট এলাম এবং মড়াকে স্কন্ধে লয়ে গঙ্গার জলে স্নান করাতে গেলাম (মড়া এই কথা শুনিয়া ব্রজনাথের মাতা ও শাশুড়ীর নয়ন জলে ভাসিয়া গেল) কিন্তু জলে গিয়ে দেখ্‌লাম তখনও প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করে নাই। আমার মনে বিস্ময় জন্মিল আমি সেই বিস্ময় খণ্ডন কর্‌বার মানসে তোমাকে এই স্থানে আন্‌লাম, পরে আলো জেলে সমস্ত অবয়ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ্‌লাম, যদি সর্পাঘাত হয়ে থাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌ব। পরিশেষে আমার আশা সফল হল, দেখ্‌লাম সর্পাঘাতই যথার্থ—এক্ষণে বৃষ্টিতে ভিজে বিষ কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হয়েছে, ঔষধি সেবন করালে বাঁচ্‌তে পারে। আমি ঔষধি খাওয়াইতে লাগ্‌লাম। "আরোগ্য লাভ করে" এই কথা শুনে, ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে

চেয়ে রইলাম কোন কথা কইতে পার্‌লাম না। তিনি আমার ঈদৃশাবস্থা দেখে স্নেহ বাক্যে বল্‌লেন "তোমার কোন ভয় নাই, যত দিন না সবল হতে পার আমার এই খানেই থাক, পরে তোমার বাড়ী যাবার উপায় করে দিব।" আমি তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি কর্‌লাম না। প্রায় এক সপ্তাহ গত হলে পর, তিনি এক দিবস আমায় বল্‌লেন "ব্রজনাথ আজ কি তুমি হাঁট্‌তে পার্‌বে?" আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম কত দূর? তিনি বল্লেন "দুই ক্রোশ"। আমি বল্‌লাম কোথায় যেতে হবে? সন্ন্যাসী উত্তর কল্লেন "বোধ হয় আমি কল্য কাশী যাত্রা কর্‌ব, তোমাকে ললিতমোহন বাবুর বাটীতে রেখে যাব, তুমি সেখান থেকে পিতাকে পত্র লিখ্‌লে তিনি তোমাকে লয়ে যাবেন।" পরে দুই জনে ললিতমোহন বাবুর বাটীতে গেলাম। সন্ন্যাসী আমাকে তাঁহার নিকট রেখে কাশী যাত্রা কর্‌লেন। ললিতমোহন বাবুও আমাকে পুত্রবৎ পালন কর্‌তে লাগ্‌লেন। "এই সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন—নিরানন্দ গৃহ আনন্দে পূর্ণ হইল—দেবদেবীর পূজাদির উদ্যোগ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য এই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুঃখিনী ভুবনমোহিনীর দুঃখ নিশার অবশান হইল।

বিনোদিনী ভুবনমোহিনীকে কহিলেন "ভুবন, খোকাকে আনিয়া তোমার শাশুড়ীর কোলে দাও।" ভুবন খোকাকে আনিয়া শশ্রূর কোলে দিল। ব্রজনাথের জননী বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "বিরান আমার যে আবার এমন দিন হবে তা মনেও ছিল না, ঈশ্বর যে এরূপ দয়া কর্‌বেন তা স্বপনেও ভাবি নাই। "পরে ক্রোড়স্থ শিশুর দিকে চাহিয়া, সজলনয়নে তাহার মুখচুম্বন করিয়া আবার বলিলেন "আমার যাদুর যাদুজীবন সর্ব্বস্বধন—বাছা আমাদের সর্ব্বনাশের বিষয় কিছুই জানে না, তোমাকে যে এমন করে আবার কোলে কর্‌ব এমন আশাই ছিল না।" বিনোদিনী ব্রজনাথের জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি অনেকক্ষণ এয়েছ, চল ভাই একটু জল খাবে।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ

পুনর্ম্মিলন

রাত্রি প্রায় দশটা—ব্রজনাথ শয়ন কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া আছেন—দ্বারদেশে ভবতারিণী অবগুণ্ঠনবতী ভুবনমোহিনীর হস্ত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ভুবনমোহিনী ব্রজনাথকে দেখিবামাত্র বাহ্যজ্ঞান রহিতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইলেন, ব্রজনাথ ভুবনমোহিনীর ঈদৃশাবস্থা দর্শন করিয়া "কি হইল" বলিয়া ব্যস্ততাসহকারে পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া ভুবনমোহিনীর মস্তক আপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। ভবতারিণী ভুবনমোহিনীর চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, পরে ব্রজনাথ ভুবনমোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভুবন উঠ, তোমার এরূপ অবস্থা দেখ্‌লে আমার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হয়, আমি এসেছি এক বার দেখ।" ক্ষণকাল পরে ভুবনমোহিনী সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, ব্রজনাথের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তিনি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমবশতঃ তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে—বলিলেন "আমি স্বপ্ন দেখ্‌তেছি কি?" ব্রজনাথ ভুবনমোহিনীর ভাবান্তর দেখিয়া বলিলেন "ভুবন, কিসের স্বপ্ন? একবার চক্ষু চাহিয়া দেখ আমি তোমার সম্মুখে আছি, ইহা স্বপ্ন নয় যথার্থ। লজ্জায় জড়সড় হইয়া ভুবনমোহিনী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন, ব্রজনাথ ভুবনমোহিনীকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া সস্নেহে হস্ত ধারণ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভুবন আমার কোলে শুয়ে থাক্‌তে কি ভাল লাগ্‌ল না।" এবার ভুবনমোহিনী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, কেবল চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। ব্রজনাথ, কোঁচার কাপড় দিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন এবং ভুবনের হস্ত ধারণ করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি লইয়া গেলেন। ভবতারিণী ভুবনমোহিনীকে সুস্থ দেখিয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেলেন।

ভুবনমোহিনী কিঞ্চিৎ মনোবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন "তুমি যদি বন্ধুর বাটীতে না যেতে তা হলে, এরূপ ঘটনা ত হতো না।"

ব্রজ। যা অদৃষ্টে ছিল তা কে খণ্ডাতে পারে।

ভুবন। সে যা হক এবার আর আমি তোমাকে কোথাও যেতে দিবো না ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া ব্রজনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি গেলেত যেতে দেবে। একবার গিয়ে আমি চিঁড়ের বাইস ফেরে পড়েছিলাম, আর কি কোথাও যাই।" এই বলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। ভুবনমোহিনী সময় বুঝিয়া মৃদু হাসির সহিত বলিলেন "তুমিত চিঁড়ের বাইস ফেরে পড়েছিলে, কিন্তু অমায় যে অকূল সমুদ্রে ভাসায়েছিলে।" ব্রজনাথ ভুবনমোহিনীর কথাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভুবন আমি যে তোমায় না বলে গেছ্‌লুম তাতে তোমার কি রাগ হয়েছিল?" ভুবনমোহিনী অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ গদ স্বরে বলিলেন "যখন শুন্‌লুম তুমি আমার অজ্ঞাতসারে বন্ধুর বাটীতে গিয়েছ, তখন মনে করেছিলাম তুমি এলে আর তোমার সঙ্গে কথা কবনা; কিন্তু যখন তোমার অমঙ্গলের কথা শুন্‌লাম, তখন আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে এই দু' মাস কাটয়েছি।" ব্রজনাথ ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন যে, "এখনত তোমার সে ভ্রম ঘুচেছে, তবে তুমি তোমার অভিলষিত রাগ প্রকাশ কর, আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করি।" ভুবনমোহিনী প্রেমপূর্ণ নেত্রে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার উপর রাগ করব না— একবার রাগ করব ভেবে আমার এদশা হয়েছিল, আবার রাগের নাম!" এই বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ব্রজনাথ তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার মানসে বলিলেন "দ্যাখ ভুবন লোকে দেশ দেশান্তর গেলে কত ভাল ভাল জিনিস বাড়ীর জন্য লয়ে আসে, কিন্তু আমার মত এমন হতভাগ্য কেহ

নাই যে, একবার বিদেশে গিয়ে স্ত্রীর বৈধব্য দশা ঘটায়।" এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল।

পরদিন শ্যামসুন্দর বাবু সপরিবারে গৃহে গমন করিলেন। ব্রজনাথের জননী প্রতিবাসিনী লইয়া কুলদেবতার পূজা দিয়া পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র ঘরে তুলিলেন। পরে ব্রজনাথ উমাপতির অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

দিন স্থির।

এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাইমণি একাকী আপনার গৃহে বসিয়া ভাবিতেছেন। এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঝি তুমি একলা বসে কি ভাব্‌ছ? ভবর বের ভাবনা নাকি—" তাহাতে রাইমণি উত্তর করিলেন "হ্যাঁ বউ তুমি ঠিক বলেছ—তুমি আমার মনের কথা টেনে বলেছ—এখন আর আমার অন্য কোন ভাবনা নাই, কেবল ভব আমার কেমন করে পাত্রস্থ হবে, তাই আমার শয়নে স্বপনে ভাবনা হয়েছে।"

বিনো। তাত হতেই পারে, এত আর আশ্চর্য্য কথা নয়।

রাই। দেখ বউ আমার আর এক ভাবনা হয়েছে—উমাপতির সঙ্গে একপ্রকার ঠিক হয়েছিল, তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম, মনে ভাব্‌তাম আর এক মাস গেলেই বিবাহ হইবে, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে—উমাপতির এখনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। আবার যে কোথা কার সঙ্গে হবে তাই বসে ভাব্‌তেছি।

বিনো। আমি তাই সে দিন তোমার ভবর বের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

রাই। তিনি কি বল্‌লেন।

বিনো। বল্লেন—আমি কি চেষ্টা করতে বাকি রেখেছি—ঘটককে বলে দিয়েছি, ঘটক খুঁজ্তেছে—যা আস্চে, হয়ত ছেলেটা খারাপ—লেখা পড়া জানে না, নয়ত কোনটা কথাট নয়ত আমাদের ঘরে মেলেনা—এত আর শাগ মাছ কেনা নয় যে এক পয়সা হারলুম আর জিত্লুম কোন ক্ষতি হলনা, এ বিবাহ খারাপ হলে চিরকাল ভুগ্তে হবে।” তাতে আমি বল্লাম—শাক মাছ কেনা নয় সত্য, কিন্তু ভব যে ভুবনের বইসি, ভুবনের ছেলে হল, ভবর এখন বিবাহ হোলনা। ভব যদি ভুবনের মত বাড়ন্ত হত, তা হলে এতদিন রাখ্তে পার্তেননা, কেহ যদি শুনে যে, ভব ভুবনের বয়ষি তা হলে আর ঘেন্নার সীমা থাক্বেনা। তা শুনে বল্লেন কি—থালায় জল রেখে ডুবে মর, আমি বল্লেই তিনি ঠাট্টা করে উড়য়ে দেন, তুমি একবার আজ বলত কি বলেন শুনি!”

রাই। আচ্ছা আজ দাদাকে জিজ্ঞাসা করব এখন, তিনি কি বলেন তিনি যদি চেষ্টা না করেন তবে আর কে করবে—আমি কি বর খুঁজতে বেরব। এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসারে হৈম আসিয়া বিনোদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল “দিদিঠাকরুন বাবু বাড়ীর ভিতরে এসেছেন।” এই কথা শুনিয়া বিনোদিনী রাইমণিকে বলিলেন, “ঠাকুরঝি এই বেলা এস তোমার দাদাকে বলিগে” রাইমণি বলিলেন “তুমি যাও—গিয়ে কথা পাড়গে, পরে আমি যাচ্ছি।”

মতিলাল বাবু বিনোদিনীকে হাস্য মুখে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন “কি হয়েছে, এত হাসি কেন?”

এই কথা শুনিয়া বিনোদিনী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, “হাস্ব না’ত কাঁদব নাকি, তুমি না দেখ্তে পার চোক বুজে থাক।”

মতিলাল বাবু হাস্য সহকারে বলিলেন, “বলি এত রাগ কর কেন, তোমার যে কথায় কথায় রাগ দেখ্ছি, আমি কি বল্লুম আর তুমিইবা কি বল্লে।

বিনো। তুমি বেস বলেছ, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আর এখন আমায় দেখ্‌তে পারো না, আমি হাসলে ঠাট্টা কর, কথা কইলে ঠাট্টা কর।

মতি। নানা আমি আর ঠাট্টা কর্‌ব না, তোমার কিছু বল্‌বার থাকে বল।

বিনো। তুমিত ফি বারেই বল যে আমি আর ঠাট্টা কর্‌বনা, কিন্তু কথা কইলেই ঠাট্টা করে বস।

মতি। তবে তুমি বল্‌বেনা আমি বাইরে যাই, তবে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

বিনো। কে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিল?

মতি। যে ডেকে পাঠিয়েছিল সে হাজির আর যাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল সেও হাজির, এখন যা দরবার সেইটে বল্লেই বাধিত হওয়া যায়।

বিনো। শুন্‌বার ইচ্ছা থাকে বসো, অত তাড়াতাড়ির কাজ নয়, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ নাকি।

মতি। আচ্ছা বশ্চি বল।

বিনো। দ্যাখ আজ আমাকে একটী কথা ঠিক করে বল্‌তে হবে, তা না-হলে আমি তোমায় আজ ছাড়ব না।

মতি। না ছাড় বেঁধে রাখ—তা বাঁধাইত রয়েছি।

বিনোদিনী মতিলাল বাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন "দ্যাখ ঠাকুরঝি আজ ভবর বের জন্য কত দুঃখ করলেন, তুমি ভবর বের কি কর্‌লে, উমাপতিরত কোন সন্ধান হল না, এখন অন্য কোন জায়গায় স্থির কর্‌বে না, মেয়ে আইবুড়ো থাক্‌বে।"

মতি। কেন ভবর যে বের স্থির কচ্ছি।

বিনো। কোথায় স্থির কচ্চো, আমি কি শুন্তে পাই না?

মতি। তুমি আর কি শুন্‌বে—আগে ঠিক করি তার পর তোমাদের বলব।

বিনো। তা হলে বিবাহটা কত দিনে হবে?

মতি। তা হলে হয় এই মাসে না হয় বৈশাখ মাসে।

বিনো। এর পাকা খপরটা কবে পাওয়া যাবে, ঘটককে কি পাঠিয়ে দিয়েছ?

মতি। না—আমিই এই বিবাহের ঘটক।

বিনো। তবে কোনের মার ঠেঁয়ে ঘটকালিটা বেস করে বুঝে নিও। মতিলাল বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "কোনের মামী কন্যাকর্ত্তা' তাঁর ঠেঁয়েই বুঝে নেওয়া যাবে।"

বিনো। আচ্ছা তাই হবে, এখন ঘটককে জিজ্ঞাসা কচ্চি, বিবাহটা স্থির কত দিনে।

মতি। চিঠি লিখেছি আজকালের মধ্যে জবাব এলেই টের পাওয়া যাবে।

বিনো। আচ্ছা বিবাহটা কোথায় শুন্তে পাই না?

মতি। পাত্রটি তোমাদের চেনা।

বিনো। তুমি কেবল চেনা চেনাই বল্‌ছ, কে ছাই বলইনা শুনি।

মতি। ব্রজনাথের সঙ্গে সেই যে গোপাল বলে ছেলেটি এসেছিল, তার সঙ্গেই ভবতারিণীর বিবাহের স্থির করা হচ্চে।

বিনো। স্থির কিছু হয়েছে?

মতি। স্থির আর কি—আমি ললিতমোহন বাবুকে পত্র লিখেছিলাম, তিনি উত্তর লিখেছেন তাঁর কোন আপত্তি নাই, কেবল বিবাহ হলে গোপালের লেখা পড়া যদি না হয়, এই ভয়ে তিনি আবার পেচুচ্চেন।

বিনো। তুমি আর কি তাঁকে পত্র লিখেছ?

মতি। আমি আর একখানি পত্র লিখেছি, তার জবাব এলেই সকল জান্তে পারা যাবে।

বিনো। আচ্ছা গোপাল ছেলেটি লেখা পড়ায় কেমন?

মতি। লেখা পড়ায় অতি চমৎকার।

বিনো। তবে যাতে শীঘ্র হয় তার চেষ্টা কর, কারণ মেয়ে ত আর রাখা যায় না।

মতি। তা আর আমায় বল্‌তে হবে না—হয় আজ না হয় কাল পত্রের জবাব আস্‌বে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে রাইমণি একখানি পত্র হস্তে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল; মতিলাল বাবু রাইমণির হস্তে পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাই তোমার হতে ও কিসের পত্র?"

রাই। সিদু এই পত্রখানা তোমায় দিতে বলে গেলো। এই বলিয়া রাইমণি মতিলাল বাবুর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। তিনিও পত্রের শিরোনামা আপনার দেখিয়া পত্রখানি উন্মোচন করিলেন এবং পাঠ করিয়া হাস্যমুখে বিনোদিনীর প্রতি চহিয়া বলিলেন, "দ্যাখ বিনোদ ললিতমোহন বাবু এই পত্র লিখেছেন।" এই কথা শুনিয়া রাইমণি জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা ললিতমোহন বাবু কি লিখেছেন?"

মতি। রাই তোমায় বুঝি বলি নাই—গোপালের সঙ্গে ভবর বিবাহের স্থির করেছি।

রাই। কৈ ন্যা, তুমিত আমায় কিছু বল নাই। কি লিখেছেন পড়ো দেখি শুনি।

মতিলাল বাবু এই কথা শুনিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়
সমীপেষু।

আপনার পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলাম। আপনার ভাগ্নীর সহিত আমার পুত্র গোপালের বিবাহের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনি দিন স্থির করিয়া পত্র লিখিবেন, আমরা গমন করিয়া শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিব। এখানকার সমস্ত মঙ্গল, ইতি তারিখ ২০ এ ফাল্গুন।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

মতিলাল বাবু রাইমণিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে রাই আমি দিন স্থির করে পত্র লিখি?" "আচ্ছা দাদা উমাপতির কি কোন সন্ধান পাওয়া গেল না?"

মতি। না।

রাই। গোপালের লেখা পড়া কেমন জেনেছ?

মতি। গোপাল লেখা পড়ায় চমৎকার আর চরিত্রেরও কোন দোষ নাই।

রাই। তবে তুমি একটা দিন স্থির করে পত্র লেখ।

মতি। তবে আমি বাহিরে গিয়ে দিন দেখায়ে শ্যাম বাবুকে আর ললিতমোহন বাবুকে পত্র লিখি।

বিনো। তবে অম্‌নি ভুবনকে আন্‌তে পাঠিও।

মতি। আমি লিখে লোক পাঠাই সেই লোক আস্‌বার সময় ভুবনকে লয়ে আস্‌বে। এই বলিয়া বাহির বাটীতে গমন করিলেন, পরে দেওয়ানজিকে ডাকিয়া পুরোহিতকে ডাকাইতে আজ্ঞা দিলেন; দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় পুরোহিতকে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?"

মতি। আছে, বিবাহের একটা দিন স্থির কর্‌তে হবে।

দেওয়ান। মহাশয় কার বিবাহ?

মতি। ভবর বিবাহ।

দেওয়ান। উমাপতির কি সন্ধান পাওয়া গেছে?

মতি। না।

দেওয়ান। তবে কোথায় স্থির হলো?

মতি। সেই যে ব্রজনাথের সঙ্গে গোপাল এসেছিল, তার সঙ্গে বিবাহের স্থির হয়েছে।

দেওয়ান। তবে সামগ্রী সকল আনুতে হবে।

মতি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিন স্থির করে দিন, তার পর তুমি কলি-

কাতায় গিয়ে সমস্ত ক্রয় করে আন্‌বে। পরে পুরোহিত আসিয়া ২৯এ ফাল্গুন বিবাহ আর ২৭এ রোজ গাত্র হরিদ্রার দিন স্থির করিলেন।

মতিলাল বাবু ললিতমোহন বাবুকে পত্র লিখিয়া এক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন আর শ্যামসুন্দর বাবুকে একখানি পত্র লিখিয়া সিদুকে পাঠাইয়া দিলেন।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

মতিলাল বাবুর বাটীতে বিবাহের বড় ধুম—কল্য গাত্র হরিদ্রা, প্রত্যেকে এক একটী কার্য্যে ব্যস্ত—কেহ আলু কুটিতেছেন, কেহ পটল ছাড়াইতেছেন, কেহ বা পান করিতেছেন, কেহ বা পাত কাটিতেছেন। যাঁহার কোন ক্ষমতা নাই তিনি কেবল চীৎকার করিয়া বাটী মাতাইয়া বেড়াইতেছেন। বর কনে যদ্যপি শিশু হয়, তথাপি বিবাহের কথা শুনিলে তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না, কিন্তু আমাদের এই বিবাহের পাত্রী ভবতারিণীর আজ সে ভাব দেখিতেছি না—বিবাহের কথা ভবতারিণীর কর্ণগোচর হইতে বাকী রহিল না কিন্তু কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, সেইটি জানিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমার বিবাহ—কার সঙ্গে—তবে কি উমাপতি এসেছেন—বোধ হয় তাই হবে—কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি! ঝিয়েদের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম তারা বল্লে জানি না, মাকে মামীমাকেত আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি না; শুন্‌লাম ভুবনকে সিদে আন্‌তে গিয়েছে, ভুবন এলেই সমস্ত জান্‌তে পার্‌ব, কিন্তু ভুবনের আস্তে দেরী হচ্চে—ততক্ষণ স্থির থাক্‌তে পার্‌তেছি না।" আবার ভাবিলেন, যদি অন্য কারো সঙ্গে হয় তা হলে কি কর্‌ব। ভবতারিণী এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়

ভুবনমোহিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন "ভবর বিবাহের ফুল যে একবারেই ফুটে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি" তাহাতে ভবতারিণী ঈষৎ চম্‌কাইয়া বলিলেন "কেও ভুবন এসেছ এস। আমি এই ভাব্‌ছিলাম, বলি পাঁচটা বেজে গেল ভুবন এখন এল না কেন।"

ভুবন। এখনত পাঁচটা বাজে নাই ভাই—এই সবে চারটে।

ভব। তবে কি আজকের বেলাটা বড় হয়েছে?

ভুবন। তোমার পক্ষে বড় বটে, অন্যের পক্ষে নয়।

ভব। কেন আমার আর অন্যের পক্ষে তফাতটা কি?

ভুবন। অন্যের পক্ষে ছোটও হয় নাই বড়ও হয় নাই, যেমন বেলা তেম্‌নি আছে।

ভব। আর আমার পক্ষে কি হয়েছে?

ভুবন। তোমার পক্ষে এই রাত্রিটা ঠেলে ফেলতে পারলেই হয়।

ভব। এই কথা। বলিয়া আবার বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই ভুবন তিনি কোথায় গিয়েছেন।"

ভুবন। কিনি!

ভব। ভুবন আর জালাস্‌ নি বল্‌না ভাই।

ভুবন। এইবার কে তোমায় বর?

ভব। এখন কে কার বর ভাই, কেমন করে জান্‌ব।

ভুবন। কেন তোমার ফুল শয্যা না হলে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছেনা?

এবার ভবতারিণী বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "না ভুবন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছোনা আমি তা বলি নাই—আমি বল্‌ছি কি—তিনি যে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন তা কবে এলেন?"

ভুবনমোহিনী একটুকু ভাবিয়া বলিলেন, "সে যে উমাপতি, তিনিত আসেন নাই।"

ভবতারিণী ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন "তবে কার সঙ্গে?"

ভুবন। কেন তুমিকি শুন নাই?

ভব। না।

ভুব। আমাদের বাটীতে গোপাল বলে যে ছেলেটি এসেছিল—তুমি কি দেখেছ?

ভব। দেখেছি।

ভুবন। সেই তাঁর সঙ্গে। এইকথা ভুবনমোহিনীর মুখ নিশ্রিত হইবা মাত্র ভবতারিণীর মস্তকে যেন শত শত বজ্রাঘাত হইল তিনি, সে ভাব গোপন করিয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় বিনোদিনী ভুবনমোহিনীকে ডাকিলেন; ভুবনমোহিনীও বিনোদিনীর কথা অনুসারে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। ভুবনমোহিনী উঠিয়া যাওয়াতে ভবতারিণী যেন বাঁচিলেন—যে ভুবনমোহিনীকে তাঁহার দেখিয়া আনন্দের সীমা থাকিত না, আজ সেই ভুবনমোহিনী তাঁহার চক্ষের শূল হইল; তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এই গানটি গাইতে গাইতে ভূতলে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

গীত।

কিহবে কিহবে সখি কিহবে উপায় রে।
এবিবাহে বুঝি মোর জীবন সংশয় রে॥
হারাইয়া পতিধন, অন্যপতি কিকারণ,
দিবানিশি মন প্রাণ তারি পিছে ধায় রে॥
প্রাণ ভরে প্রাণেশ্বরে, ডাকি আমি বারে বারে,
কেমনে ভুলিয়া তারে অন্যেতে মজিব রে॥

এদিকে শ্যাম পিসি বলিয়া একজন প্রতিবাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "কোথায় গো কোনের মা? কাকেও যে দেখ্তে পাচ্ছি না।" তাহার কথা শুনিয়া ভাঁড়ার ঘর হুইতে রাইমণি বহির্গত হইয়া বলিলেন "কেও দিদি এসেছ এস, এত বেলা ঘাটিয়ে কি আস্তে হয়। এ তোমাদের কায্ তোমরা না এলে কে কর্বে।"

শ্যাম। কি করব বোন, সংসারের কায্ আর চোকেনা; কিসের সংসার—পরের ছেলে মানুষ করে হাড়ডা জলে পুড়ে গেল তা না হলে খাই দাই বেড়াই না কেন? কিন্তু তা হবার যো নাই সব কাজ চুকিয়ে তবে আস্তে পেলুম। এখন কি কত্তে হবে বল?

রাই। তুমি এই পিড়ি খানিতে আলপানা দাও। এই বলিয়া এক খানি পিড়ি আনিয়া দিলেন; তিনি ও চাল বাটীয়া আলপানা দিতে আরম্ভ করিলেন। আলপানা শেষ হইলে ভুবন বলিলেন "পিসি মা বেশ আলপানা দেন?"

শ্যাম। তোর বেটার যদি মনে ধরে তাহলে নাহয় বৌ করে ঘরে রাখ।

ভুবন। আমার ছেলের এমন কি ভাগ্য বাবু যে তোমার মতন বৌ পাবে।

শ্যাম। তোর পিসি কি এতই সুন্দরী যে এমন আর জগতে নাই।

ভুবন। তা' আর বল্তে।

শ্যামপিসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তা বুঝেছি তোর বেটার মনে ধরেছে।"

এই সকল কথোপকথনের পর তিনি রাইমণিকে বলিলেন "আর কিছু কর্তে হবে কি?"

রাই। তোমার আর কিছু কর্তে হবেনা, আমি উদ্‌যোগ করে-দিই তুমি বাড়িতে গিয়ে শ্রীটী গড়গে। এই বলিয়া শ্রী গড়িবার সামগ্রী দিলেন, এবং তিনি ঐসকল লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

সন্ধ্যার পর মতিলাল বাবু একটী বাক্সে কতকগুলি গহনা রাখিয়া বিনোদিনীকে দেখাইয়া বলিলেন "বিনদ দেখ দেখি তোমার পছন্দ হয় কিনা। বিনোদিনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন এবং মুখ শেঁটকাইয়া বলিলেন "বরের হার ছড়াটা ভাল হয় নাই—সোণটা যেন ম্যাড় ম্যাড় কচ্চে।"

মতি। তোমার আর কিছুতেই মনে ধরেনা, তুমি বিশ্বনিন্দুক।

বিনদ। আমি বিশ্বনিন্দুক না তুমি দৃষ্টিকৃপণ।

মতি। না মনে ধরে—বদলে আনা যাবে।

বিনদ। তাই এনো—না হলে এহার দেওয়া যাবেনা। পরে বাড়ীর মণিকে ডাকিয়া গহনা দেখাইয়া ভবতারিণীকে পরাইয়া দিলেন।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

সেই রাত্রিতে ভবতারিণী শয্যায় শুইয়া ছট্ পট্ করিতেছেন, কিছুতেই নিদ্রা হইতেছেনা—কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রা আসাতে স্বপ্ন দেখিলেন একজন মহাপুরুষ আসিয়া বলিতেছেন—স্ত্রীলোকের সতীত্বই পরম ধর্ম্ম, দেখ যেন সে ধনে বঞ্চিত হইওনা। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, ভবতারিণী কাঁদিতে, কাঁদিতে উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন “উমাপতি তুমি এখন কোথায়—আমি যে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি—আমি আবার কিরূপে অন্যকে পতি বলে সম্বোধন করব। হায় আমার কপালে কি এতই ছিল—তা আমি জান্তাম না। আমি মনে করেছিলাম তোমার গলে মালা দিয়ে সুখী হব। কিন্তু বিধাতা আমায় সে আশায় বঞ্চিত করলেন, এখন মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এই বলিয়া ভবতারিণী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন—দেখিলেন সকলেই নিদ্রিত; তিনি পা টীপিয়া যাইতে লাগিলেন আর মনে করিতে লাগিলেন যেন পশ্চাতে কে আসিতেছে, কিন্তু পশ্চাত্তভাগ চাহিয়া দেখিলেন কেহই নয়—একবার এগোন একবার পেছন; এইরূপে খিড়কির দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে দরজা খুলিয়া রোদন করিতে করিতে আকাশের দিকে যোড় হস্ত করিয়া বলিলেন “হে করুণাময়

আমি যেন চরম কালে তোমার দেখা পাই। হে দিবা রাত্রির কর্ত্তা যেমন দ্রোপদিকে কিচক হস্তে রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ এ হত-ভাগিনীর প্রতি সদয় হও। হায় আমি কি পাপিষ্ঠা—শুনিয়াছি আত্ম-হত্যা মহাপাপ—আমার নরকেও স্থান নাই—কিন্তু কি করি ইহা ভিন্ন আমার আর সতীত্ব রক্ষার উপায় নাই—সতীর পতিই গতি, সতীত্বই অমূল্য ধন—এধনে বঞ্চিত হয়ে আমি এছার প্রাণ লয়ে কি কর্‌ব।" এই বলিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে ভবতারিণী ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "করুণাময়ি সর্ব্বপাপ বিনাশিনি গঙ্গে, এ হতভাগিনীকে নিজগুণে নিরপরাধী ভাবিয়া চরণে স্থান দান করুন।" ভবতারিণী অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে আপনার জননী উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—মাতঃ তোমার যে এ পৃথিবীতে আর আপনার বল্‌তে কেহই রইল না, মা তোমার মেয়ের ভব আজ জন্মশোধ বিদায় চাইতেছে অনুমতি করুন।" এই বলিতে২বলিতে ভবতারিণী বাতুলের ন্যায় চারি দিক দৃষ্টি করিয়া দেখি-লেন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—কিন্তু জনমানবের সমাগম নাই, কেবলমাত্র এক খানি মহাজনী নৌকা ঘাটে সংলগ্ন রহিয়াছে। ভবতা-রিনী সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে মতিলাল বাবুর বাটিতে লোকে লোকারণ্য যে যার আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত। রাইমণি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে ভবতারিণীর কোন খোঁজ করেন নাই। কোন কার্য্য উপলক্ষে ভব-তারিণীকে প্রয়োজন হওয়াতে রাইমণি ভুবনমোহিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "মা ভুবন, একবার ভবকে ডেকে আনত" ভুবনমোহিনী রাইমণির কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া ভবতারিণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। দুই একবার "ভব ভব" বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু তাহাকে কোন উত্তর পাইলেন না দেখিয়া মোশারি খুলিয়া দেখিলেন ভবতারিণী নাই, কিন্তু অলঙ্কারগুলি বিছানায় ছড়ান রহিয়াছে; ভুবনমোহিনী গহনাগুলি বিছানায় ছড়ান

দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন এবং ব্যস্ততা সহকারে বাটীর সমস্ত অন্বেষণ করিলেন। পরে বিষণ্ণ বদনে রাইমণিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পিসি মা আমি ভবকে কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না, কিন্তু সমস্ত গহনাগুলি বিছানায় রয়েছে।" তাহাতে রাইমণি বলিলেন "তবে হয় ত' ভব পুকুরে কাপড় কাচ্‌তে গিয়েছে, তুমি গহনাগুলি আমার নিকটে লয়ে এস, এই গোলমালের বাড়ী যদি কেহ এক খানি নেয় তা হলে আর পাওয়া যাবে না।"

ভুবনমোহিনী যে পুষ্করিণী খুঁজিয়া আসিয়াছেন, এ কথা রাইমণিকে না বলিয়া পুনর্ব্বার ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রবেশ করিলেন ও গহনাগুলি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন তাহার মধ্যে এক খানি পত্র। ভুবনমোহিনী ব্যস্ততা সহকারে পত্র খানি খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই ঃ—

ভাই ভুবন! আমি যে উমাপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম তাহা কেহ জানিতেন না কিন্তু তুমি জানিতে—তাহা বোধ করি তুমি সরল স্বভাবের জন্য বুঝিতে পার নাই—আচ্ছা ভাই তুমিই বল দেখি যাঁহাকে মনপ্রাণ একবার সমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কিরূপে অন্যকে দান করিতে পারি? ভুবন তোমরা আমার খোঁজ করিও খোঁজ করিলেও পাইবে না। আমি জন্মশোধ তোমাদের নিকট হইতে বিদায় হইলাম। তুমি যে আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতে, তাহা ভুলিয়া যাও। ইচ্ছা অনেক লিখি কিন্তু সময় নাই আমার প্রণাম গুরুজনদিগকে দিবে ইতি।

ভুবনমোহিনীর, পত্র পাঠ করিবা মাত্র, মস্তক ঘুরিতে লাগিল তিনি বসিয়া পড়িলেন। এদিকে ললিতমোহন বাবুর বাটী হইতে, গাত্র হরিদ্রার সমস্ত সামগ্রী আসিয়া পৌছিয়াছে, বাটীতে লোকের সীমা নাই—সকলেই চুন হরিদ্রার আমোদে ব্যস্ত; এমন সময় মতিলাল বাবু বাটীর ভিতর আসিয়া বলিলেন "ওগো তোমরা এখন

ওসব আমোদ রাখ শীঘ্র গায়ে হলুদ দাও লগ্ন বয়ে যায়” এই কথা শুনিবামাত্র ভুবনমোহিনী ঘর হইতে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন সকলেই “কি হইয়াছে কি হইয়াছে” বলিয়া সেই দিকে দৌড়িয়া আসিলেন; ভুবনমোহিনী কাদিতে কাদিতে বলিলেন “সর্ব্বনাশ হয়েছে ভব আত্মহত্যা করেছে।” এই বলিয়া ভুবনমোহিনী পত্রখানি মতিলাল বাবুর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন, মতিলাল বাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, কি সর্ব্বনাশ একি সর্ব্বনাশ,” এই কথা উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন। ভবতারিণীর মাতার এই কথা কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি “হাঃ ভব কোথায় ভব” বলিয়া ভূমে পতিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

মহাজনী নৌকা।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে মহাজনী নৌকার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা এক জন মালদহনিবাসী সওদাগরের নৌকা—তাঁহার নাম দুলালদাস—জাতিতে ব্রাহ্মণ—উপাধি মুখোপাধ্যায়—বয়স আন্দাজ ৪৫।৪৬। দুলালদাস পণ্য দ্রব্যাদি লইয়া কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিলেন। দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন কালে এক দিবস রজনীযোগে হুগলির ঘাটে নৌকা নঙ্গর করিয়াছিলেন; পর দিবস প্রাতঃকালে নৌকা ছাড়িবার সময় দুলাল দাস নৌকার বাহিরে আসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, বনের ধারে কিনারায় একটী শব পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট দুইটি শৃগাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এক একবার মাংস লালসায় অগ্রসর হইতেছে আবার কিঞ্চিত পশ্চাতভাগে পলায়ন করিতেছে; দুলালদাস এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা

করিলেন—বোধ হয় ইহা শব নহে নতুবা শৃগালেরা উহাকে এতক্ষণ উদরসাত করিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া শবের নিকটে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, একটী ষোড়শী যুবতী মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—তাহার সমস্ত বস্ত্র আর্দ্র, কেশদাম আলুলায়িত, চক্ষুর্জ্যোতি হীন কিন্তু তখন প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে নাই। দুলালদাস ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে জলমগ্ন হওয়াতে এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। পরে চাকরকে ডাকিয়া সেই মৃতপ্রায় নারীদেহ নৌকায় লইয়া গেলেন এবং অগ্নি জ্বালাইয়া সেক দিতে লাগিলেন; দুই দিবসের পর সজ্ঞা লাভ হইল। দুলালদাস নিসন্তান ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে স্বদেশ লইয়া গিয়া কন্যাবৎ পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর এক দিবস সন্ধ্যার সময় ভবতারিণী ও দুলালদাসের পত্নী উভয়ে ছাদের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। কথায় কথায় দুলালদাসের স্ত্রী ভবতারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা ভব তোমার কি বিবাহ হয় নাই ?" এই কথা শুনিয়া ভবতারিণী মস্তক অবনত করিলেন। পাঠক আমার বলা বাহুল্য যে ভবতারিণী দুলালদাসের স্ত্রীকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন।

মা। কেন মা লজ্জা কি, তোমার বিবাহ না হয়ে থাকে আমরা ভাল পাত্র অনুসন্ধান করে এই খানেই তোমার বিবাহ দিব। ভবতারিণী কাদম্বিনীর এই কথা শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "কি সর্ব্বনাশ, এক বিবাহের জ্বালায় জলে ডুবেছিলাম, আবার কি করব" এইরূপ ভাবিয়া চিন্তার বিষন্ন বদনে বলিলেন "হইয়াছে।" কাদম্বিনী ভবতারিণীর মুখ বিমর্ষ দেখিয়া মনে করিলেন "বিধবা" কিন্তু সেভাব তৎক্ষণাৎ গোপন করিয়া বলিলেন, "জামাই কোথায়।"

ভব। "নিরুদ্দেশ।

পাঠক আপনারা শুনিয়া রাখুন দুলালদাসের স্ত্রীর নাম কাদম্বিনী,

কাদম্বিনী যদিও দেখিতে সুন্দরী ছিলেন না, তথাপি তাঁহার গুণ অসীম ছিল—দুলালদাস তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া নিসন্তান হইলেও বিবাহ করেন নাই। কিন্তু কাদম্বিনী তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলিতেন, "দ্যাখ তুমি বিবাহ কর, আমাকে লয়ে তোমার কি হবে, তোমার যে এত ঐশর্য্য কে ভোগ কর্‌বে, যদি অন্যের গর্ভে তোমার সন্তান হয় তা হলে কি সে আমার সন্তান হল না।" তাহাতে দুলালদাস মনে মনে স্ত্রীর প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে বলিতেন, "কাদু, তুমি রমণী রত্ন আমি তোমার গলগ্রহ কর্‌তে কথনই বিবাহ কর্‌বনা। বরঞ্চ একটী পোষ্যপুত্র নেবো তা হলেই আমার ধনের সার্থক হবে।" এইরূপ কথা বার্ত্তায় দিনযাপন করিতেন, কিন্তু ভবতারিণীকে পাওয়াবধি তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পোষ্যপুত্রের নাম উল্লেখও করেন নাই। এই কথা মনে করিয়াছিলেন—ভবর বিবাহ দিয়া তাঁহার সন্তান আদি লইয়া সংসারী হইবেন। কিন্তু যখন শুনিলেন ভবতারিণীর স্বামী নিরুদ্দেশ, তখন মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন "তার জন্য ভাবনা কি মা, যেখানেই থাকুন আমি সন্ধান করে আনাব, একথা আমায় এত দিন বলনাই কেন—আমরা মনে করে ছিলাম, তুমি অবিবাহিতা;" এইরূপ কথা বার্ত্তায় অধিক রাত্রি হইল দেখিয়া উভয়ে ছাদ হইতে নিম্নে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন বাহির বাটীতে লোকে লোকারণ্য—সকলে উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মসাল জ্বালিতেছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া উভয়ে চিত্ত পুত্তলিকার ন্যায় বাকৃহীন হইয়া রহিলেন। বিপদের সময় সকলেরই বুদ্ধির বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তাঁহারা যে তখন কি করিবেন তাহার কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন সময় একজন খানসামা চীৎকার করিয়া বলিল "ডাকাত পড়িয়াছে, শীঘ্র পলায়ন করুন পলায়ন করুন।" এই কথা শুনিবা মাত্র উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে দরজা অবধি যাইয়া ভবতারিণী কাপড় জড়াইয়া পড়িয়া গেলেন।

কাদম্বিনী তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি মনে করিলেন—ভব একদিকে পলায়ন করিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি গরুর ডাবার পার্শ্বে লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে ডাকাতেরা মধ্যের দরজা ভাঙ্গিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। ভবতারিণীর মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু যখন ডাকাতদের মার মার শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন যেমন তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইবেন অমনি একজন ডাকাত ভবতারিণীর সম্মুখে আসিয়া বলিল সুন্দরি "আমার সম্মুখ দিয়ে পালাবে কোথায় ?" ভবতারিণী তাহাদের দেখিবামাত্র হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলেন। পরে ডাকাতেরা ভবতারিণীর হস্তমুখাদি বন্ধন করিয়া একজন ডাকাতকে প্রহরীর স্বরূপ রাখিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিল, সমস্ত জিনিষ পত্র সংগ্রহ করিয়া ভবতারিণীকে লইয়া শকটারোহণ করিল। খানিক দূর বন পথে যাইয়া ভবতারিণীর মুখের বন্ধন খুলিয়া দিল। দস্যুরা মুখের বন্ধন খুলিল দেখিয়া ভবতারিণী কাতর স্বরে বলিলেন "ওগো তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, তোমাদের পায়ে পড়ি।"

একজন দস্যু কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল "থাম্ থাম্ ছেড়ে দিব বলে কি না, তোকে এনেছি ?" দস্যুদের কর্কশ স্বরে ভবতারিণী ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আবার বলিলেন, "ওগো আমার গায়ে যা কিছু গহনা আছে এই লও আমায় লয়ে তোমরা কি করবে।" ভবতারিণীর এইরূপ কথা শুনিয়া একজন ডাকাত ব্যাঙ্গচ্ছলে বলিল, "তোকে নিয়ে যাচ্ছি তোর ভালই করব, আমাদের যিনি সর্দ্দার রঘুবীর তুই তার সাধি হবি এটা তোর ভাগ্যের কথা নয় ? এইবার তুই রাজার রাণী হলি ঐ দ্যাখ তোর বর" এই বলিয়া একজন ডাকাতের প্রতি অঙ্গুলি হেলাইয়া দেখাইল। ভবতারিণী দেখিলেন ডাকাতের দলপতি মুস্ককাল, ঝাকড়া চুল, দাঁতগুলি মুলার মতন, মেড়েড় চক্ষু টকটকে রাঙ্গা, হাঁ বড়, ঠোট পুরু—হাসিলে বোধ হয় যেন ভালুকে সাঁকালু খাইতেছে।

পাঠক! আপনাদের নিকটে বলিতে কি রঘুবীরকে অমাবস্যা রাত্রিতে দেখিলে রাম নাম স্মরণ লইতে হয়। বর দেখিয়া ভবতারিণীর চক্ষুস্থির হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাতুলের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "ওগো আমার যে বিয়ে হয়েছে গা।" ভবতারিণীর এই কথা শুনিয়া কয়েকজন ডাকাত উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল "ওপাগ্লি একবার বে হলে কি আর হতে নেই?" কিন্তু রঘুবীর উচ্চৈঃস্বরে না হাসিয়া সেইরূপ দন্ত বাহির করিয়া রহিলেন। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইল, ক্রমে সূর্য্যদেব প্রকাশ হইলেন। শকট তখন রাজপথ দিয়া গমন করিতেছে—এমন সময় একজন সন্ন্যাসী রঘুবীরের সম্মুখে হস্তযোড় করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুবীর সন্ন্যাসী-বেশ দেখিয়া বলিলেন গাড়ী থামাও। যে ডাকাত গাড়ী হাঁকাইতেছিল, সে গাড়ী থামাইল, পরে রঘুবীর সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি অভিপ্রায়ে এখানে এসেছ!"

সন্ন্যাসী। যদি অভয়দান দেন, তা হলে সমস্ত বলি।

রঘু। কিছু ভয় নাই, তুমি নির্ভয়ে বল।

তাহাতে সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহি, আমি ছদ্মবেশী আমি পূর্ব্বে রোহিম সেখের দলে ছিলাম।"

রঘু। সে খানে কি করতে?

সন্ন্যাসী। গোয়েন্দাগিরী।

রঘু। সে থান হতে আস্‌বার কারণ কি?

রঘুবীরের এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "মহাশয় সে দুঃখের কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, আমি কখন বা সন্ন্যাসী কখন বা চাকর সেজে সমস্ত সুলুক সন্ধান বলে দিতাম কিন্তু এপর্য্যন্ত আমাকে একটী পয়সাও দেন নাই।"

রঘু। তুমি চাকর থেকে কিরূপে সন্ধান পেতে?

সন্ন্যাসী গুরুতর চাতুরী প্রকাশ করিয়া বলিলেন, লোকে টাকা কড়ির বিষয় যাহা যাহা বলা বলি করিত, আমি তাদের দলে মিসে সেইগুলি সমস্ত রহিম

সেখের কাছে এসে বল্‌তাম, তাঁহারা যখন ডাকাতি কর্‌তে আস্‌তেন। আমি এই রকমে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছি তা বল্‌তে পারি না।" সন্ন্যাসীর বুদ্ধির কৌশল দেখিয়া রঘুবীর বলিল, "আচ্ছা তবে তুমি আমারি দলে থাক।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর হস্ত ধরিয়া রঘুবীর গাড়ীতে তুলিয়া লইল। এদিকে গাড়ী আসিয়া আড্ডায় পৌঁছিল। সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ভবতারিণীকে কটী ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

নবীন সন্ন্যাসী।

পাঠক! আপনারা বোধ হয় এই নবীন সন্ন্যাসীটিকে চিনিয়া থাকিবেন, ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত উমাপতি—বন মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন। এমন সময় একটী স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন "দুরাত্মাদের অসাধ্য কিছুই নাই, সতীর সতীত্বনাশ, মনুষ্যের জীবনসংহার, পরদ্রব্য হরণ, যাহাদের একমাত্র সঙ্কল্প তাহাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।" যদি কোন উপায়ে তাহার উদ্ধার করিতে পারেন, এই ভাবিয়া উমাপতি ডাকাতদের সঙ্গ লইলেন।

সেই দিন রাত্রিতে ডাকাতেরা জটলা করিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল। রঘুবীর উমাপতিকে তাহাদের সহিত মদ্যপান করিতে বিস্তর অনুরোধ করিল। কিন্তু উমাপতি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অগত্যা তাঁহাকে মদ্য জোগাইতে আদেশ করিল। উমাপতি মনোরথ সিদ্ধ হইল দেখিয়া আপনার ঝুলি হইতে সেঁকোবিষ লইয়া মদের পিপায় মিসাইয়া দিলেন। ডাকাতেরা আপনা আপনি মনের আমোদে মাতিয়াছিল বলিয়া কেহই দেখিতে পাইল

না। সেই বিষ এক জনের এক একবার উদরসাৎ হইবা মাত্র যে যেখানে ছিল অমনি ঢলিয়া পড়িল। উমাপতি অন্তরাল হইতে দেখিলেন, তাহারা অচৈতন্য হইয়াছে। সেই অবসরে উমাপতি সর্দ্দারের কোমর হইতে চাবির তাড়া খুলিয়া লইয়া ভবতারিণী যে ঘরে ছিল, সেই ঘরের চাবি খুলিলেন। ভবতারিণী সন্ন্যাসীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কাতর স্বরে বলিলেন "ওগো তোমরা আমাকে মেরে ফেল, না হয় আমাকে একখানা অস্ত্র এনে দাও আমি গলায় দিয়ে মরি—তাতে তোমাদের স্ত্রী হত্যার পাপ হবে না, বরং রক্ষার কারণ তোমাদের মঙ্গল হবে, আর আমাকে বাক চাতুরীর লোভ দেখায়ে বিরক্ত করো না।"

ভবতারিণীর এই কথা শুনিয়া উমাপতি মৃদুস্বরে বলিলেন "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে কষ্ট দিবার জন্য আসি নাই, উদ্ধার করতে এসেছি, তোমার বাড়ী কোথায় আমাকে বলে দাও—আমি সেইখানে তোমাকে রেখে আস্‌ব।" এই কথা শুনিয়া যদিও ভবতারিণীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল না; তথাপি তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া বলিলেন, "জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন—আমার বাড়ী মালদহ, দুলাল দাস বণিকের পালিত কন্যা।"

উমা। তুমি আমার সঙ্গে নির্ভয়ে এস। এই কথা শুনিয়া ভবতারিণী তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। উমাপতি অস্ত্রাগারে যাইয়া দুইটী বারুদ ঠাসা বন্দুক আর একখানি শাণিত অসি সংগ্রহ করিয়া একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আপনি গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন।

ভবতারিণী চাঞ্চল্য সহকারে উমাপতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "আপনি একটু শীঘ্র করে গাড়ী চালান, যদি ডাকাতেরা জান্‌তে পারে, তা হ'লে আমার জন্য আপনারও প্রাণ যাবে।"

উমা। সে জন্য তোমার ভাবনা নাই, সে দ্বার আমি রুদ্ধ করে এসেছি।

ভব। কোন দ্বার?

উমা। ডাকাতদের জীবন দ্বার।

ভব। না আপনার মিছে কথা, আপনি একলা হয়ে অসংখ্য ডাকাতের প্রাণ বধ করা অসম্ভব।

উমা। বলে অসম্ভব বটে, কিন্তু কলে নয়।

ভব। মনুষ্য কিরূপে কলে পড়বে।

উমাপতি ভবতারিণীর এবম্বিধ কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "মানুষ মারা কল শুনবে—বিষ পানে।" ভবতারিণী বিষন্নবদনে উত্তর করিলেন, "আমার জন্য অতগুলা লোককে না মেরে যদি আমাকে কিঞ্চিৎ বিষ দিতেন, তা হলে ভাল হ'ত।

উমা। কিসে ?

ভবতারিণী ছল ছল নেত্রে দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "আমি ত বেঁচে যেতাম, আর আমার জন্য অতগুলা লোক মরত না।"

উমাপতি মনে মনে ভবতারিণীর সরল স্বভাবকে প্রসংশা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন "তোমার বুঝবার ভ্রম হচ্চে। তারা দস্যু—তাদের প্রাণ বধে দোষ নাই, বরঞ্চ অনেক লোকের উপকার করা হয়" এই কথা বলিয়া উমাপতি ভবতারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি, আর তুমি যে বল্লে, আমি দুলালদাস বণিকের পালিত কন্যা, তাতে আমার বোধ হচ্চে, তোমার প্রকৃত পরিচয় আছে। আমাকে সমস্ত বলে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।"

পাঠিকাগণ আপনারা বলিতে পারেন, উমাপতি সন্ন্যাসী লোক, তিনি ভবতারিণীর প্রকৃত পরিচয় লইয়া কি করিবেন তাহা হইলে আমাদের উত্তর এই—ভবতারিণীকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মন চঞ্চল হইয়াছিল, তিনি মনে করিয়াছিলেন এই প্রকার ভুবনমোহিনী রূপ কোথায় দেখিয়াছেন আর সেইরূপ তাঁহার হৃদয়মোহিনীর সঙ্গে মিলিতেছে এই ভাবিয়া তিনি বারম্বার ভবতারিণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ভবতারিণী একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর সে সব কথায় কায নাই, সে অনেক কথা"। কিন্তু কি করিবেন সন্ন্যাসী কোনমতে ছাড়িল

না দেখিয়া বলিলেন "মহাশয় আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তা বর্ণনাতীত কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি কারো কাছে প্রকৃত পরিচয় দিইনাই কিন্তু আপনার কথা আমার অলঙ্ঘনীয়—আমার বাটী তৃপুলি গ্রামে ও সেই স্থানের জমিদার মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের আমি ভাগিনী—আমার নাম ভবতারিণী।

ভবতারিণীর মুখ হইতে এই কথাটী নিসৃত হইবামাত্র উমাপতি ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কমালদহে কি প্রকারে এলে।" এই কথা শুনিয়া ভবতারিণীর চক্ষু হইতে দুই চারি ফোঁটা অশ্রু তাঁহার বক্ষে পতিত হইল, তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিয়া ছল ছল নেত্রে বলিলেন "আমি মনে মনে এক জনকে পতিত্বে বরণ করেছিলাম, কিন্তু তা কেহ জান্‌তেন না, তার পর আমার মামা আমাকে বয়স্থা দেখে অন্য পাত্রে সম্বন্ধ স্থির করেন, আমি লজ্জায় কাকে কিছু না বলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই। দুলাল দাস মাহাজন আমাকে গঙ্গা হ'তে তুলে আনেন তার পর আমার জ্ঞান হ'ল দেখে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। আমি আত্ম ভাব গোপন করে বল্‌লাম, আমার কেহই নাই, আমি অনাথা, আপনি আমাকে জল হতে তুলে ভাল করেন নাই—আমি সেই দুঃখেই জলে ডুবেছিলাম। আমার কথা শুনে তিনি দুঃখিত হলেন, পরে আপনার গৃহে এনে কন্যার ন্যায় পালন কর্‌তে লাগ্‌লেন এইরূপে কিছুদিন যায় তার পর গত রাত্রে তাঁর বাড়ীতে ডাকাত পড়ে আমাকে হরণ করে আনে, তার পর আপনি সমস্তই জানেন।"

ভবতারিণী নীরব হইলে পর উমাপতি মনে মনে বলিতে লাগিলেন ভবতারিণী কাহাকে বরণ করিয়াছিল, আমাকে না, আর কাহাকে হইবে, আমার হৃদয়মোহিনীর হৃদয়ে স্থান পায়, এমন সৌভাগ্যশালী পুরুষ কে? ভাল জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাউক—এই ভাবিয়া তিনি ভবতারিণীকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাকে পতীত্বে বরণ করেছ তাঁহার নাম কি?" এই কথা শুনিয়া ভবতারিণী লজ্জায় বদন অবনত করিলেন।

উমাপতি ভবতারিণীকে লজ্জিত দেখিয়া বলিলেন, "তাতে লজ্জা কি

তুমি আমার নিকটে সচ্ছন্দে বল, আমি সেইখানে গিয়ে তোমার স্বামীর কাছে রেখে আস্‌ব।

ভব। কোন্ খানে ?

উমা। কেন তাঁর বাটীতে ?

ভব। তিনি বাড়ীতে নাই।

উমা। তবে কোথায় ?

ভব। নিরুদ্দেশ।

উমা। কত দিন ?

ভব। দেড় বৎসর।

উমাপতি ভবতারিণীর কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া বলিলেন তা'তেও আমা হতে তোমার উপকার হতে পার্‌বে কারণ আমি অনেক দেশে বেড়ায়ে থাকি নাম জান্‌তে পার্‌লেই চেষ্টা করে আন্‌তে পার্‌ব।

ভব। আচ্ছা নামই যেন জান্‌লেন, কিন্তু আপনি তাঁকে কখন দেখেন নাই—চিন্‌বেন কিরূপে ?

উমা। নাম জিজ্ঞাসা করে তোমার নিকট লয়ে আস্‌ব তুমি চিনে নেবে।

ভবতারিণী সন্ন্যাসীর কথায় প্রফুল্লিত হইয়া মনে মনে কত কি তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—একবার মনে করিলেন সন্ন্যাসীর নিকট নামটি স্পষ্ট বলে ফেলি আবার লজ্জা আসিয়া বাঁধা দিতে লাগিল তিনি কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া একবার মৃদুস্বরে বলিলেন "উ—" ভবতারিণীর মুখ হইতে 'উ' শব্দটি বাহির হইবা মাত্র উমাপতি বলিলেন "উমেশ ?"

ভব। না।

উমা। উদয়।

ভব। না।

তাই পাঠিকা আমোদপ্রিয় বাবুরা যেরূপ মৎস্য ধরিয়া খেলাইয়া বেড়ান,